প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৩৬৫

বা.এ. ১৪১৬

মুদ্রণ সংখ্যা ১২৫০ কপি

পাণ্ডুলিপি : সমাজবিজ্ঞান, কলা, আইন ও বাণিজ্য উপবিভাগ

প্রকাশক
মোহাম্মদ ইবরাহিম
পরিচালক, পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রক
ওবায়দুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা

প্রচ্ছদ : মুকতাদির
[বিশ্ব নাটকের এনসাইক্লোপিডিয়ায় প্রদত্ত লিসিসট্র্যাটা নাটকের মঞ্চাভিনয়ের একটি ফটো অবলম্বনে]

ভূমিকা

খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের এথেন্সে তথা গ্রীসে নাট্যকলা অতুলনীয় সৃষ্টি সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয় শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজিক ত্রয়ী-নাট্যকার এস্কাইলাস, সফোক্লিস ও ইউরিপাইডিস। কিন্তু কমেডির অঙ্গনেও সে সময় একজন নাট্যকার অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন। তিনি হলেন এ্যারিস্টোফানিস।

এ্যারিস্টোফানিসের জন্ম আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৪৪৫ সালে এবং মৃত্যু ৩৮৫ সালে। বাবার নাম ছিল ফিলিপাস, মার জেনোদোরা। এ্যারিস্টোফানিসের জীবদ্দশায় রটনা ছিল যে তিনি বিদেশী। বস্তুতঃপক্ষে ক্লিওন তাঁর বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অভিযোগ এনেছিল যে তিনি বৈধ এথেনীয় নাগরিক নন। কিন্তু এ অভিযোগ যথার্থ ছিল তেমন মনে করবার কোন কারণ নেই। এ্যারিস্টোফানিসের যৌবনকাল কেটেছে বিখ্যাত পেরিক্লিসের জয়যাত্রা ও সমৃদ্ধির যুগে। পেরিক্লিসের শাসনামলেই এথেন্সের স্বর্ণযুগের সাক্ষাৎ পাই আমরা। তরুণ এ্যারিস্টোফানিস দেখেছেন যে গ্রীসের আর সব অঞ্চলকে পেছনে ফেলে এথেন্স শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতিসহ সর্বক্ষেত্রে সগৌরবে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই জয়যাত্রা অব্যাহত থাকতে পারলো না। এথেন্সের প্রাধান্য ও সমৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে তার শত্রুরা, বিশেষভাবে স্পার্টা, খ্রীপূ ৪৩১ সালে পিলোপনেশীয় যুদ্ধ শুরু করল। যুদ্ধের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য গ্রামাঞ্চলের মানুষ যখন এথেন্সের নগর প্রাকারের অভ্যন্তরে আশ্রয় নেবার জন্য দলে দলে ছুটে এল তখন অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে সেখানে প্লেগ রোগ দেখা দিল মহামারীর আকারে। এথেন্সের অধিবাসীদের প্রায় এক চতুর্থাংশ প্লেগের শিকার হল। মহান নেতা পেরিক্লিসও প্রাণ হারালেন। এথেন্সের লোকবল ও মনোবল দুইই ভেঙ্গে গেল। তবু খ্রীপূ ৪০৪ সাল পর্যন্ত এথেন্স ও স্পার্টার বিরোধ চলে, যখন এথেন্সকে আত্মসমর্পণ করতে হয়। যুদ্ধ যখন শেষ হল তখন এথেন্স তার পূর্ব গৌরবের আসন থেকে বিচ্যুত।

এ্যারিস্টোফানিসের বেশীর ভাগ নাটকই রচিত হয়েছে পিলোপনেশীয় যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে। যুদ্ধের অনিশ্চয়তার পটভূমিতে এথেন্সে পেশাদার দার্শনিক সফিস্টদের সন্দেহবাদ ও বস্তুবাদের দর্শন জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই মতবাদে নিরঙ্কুশ সত্যের সাধনার উপরে প্রাধান্য পেল জাগতিক লাভের সম্ভাবনা। তাছাড়া জটিল কূটতর্কের প্রসার ঘটল। এ্যারিস্টোফানিস এই পরিবর্তনের ধারাকে ক্ষতিকর বিবেচনা করলেন। তিনি আগাগোড়াই ছিলেন পিলোপনেশীয় যুদ্ধের বিরুদ্ধে। এথেন্সের দুর্দশার জন্য তিনি তার গণতান্ত্রিক নীতিসমূহ ও নেতৃবৃন্দকে দায়ী মনে করতেন। এসব বিষয়ে তাঁর মতামত এত স্পষ্ট ছিল যে, অনেকে তাঁকে স্পার্টার সমর্থকদের বেতনভোগী অনুচর বলে সন্দেহ করত।

এ্যারিস্টোফানিস তাঁর কমেডিগুলিতে এথেন্সের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সমূহের উদ্দেশ্যে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করেছেন, চরম হাস্যকরভাবে চিত্রিত করেছেন তার শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের। তাঁর নাটকের মধ্য দিয়ে তিনি শান্তি, যুদ্ধবিরোধিতা, অভিজাত সরকার এবং প্রাচীন ঐতিহ্য ধারায় পুষ্ট নৈতিকতার সপক্ষে তাঁর সুদৃঢ় মতামত তুলে ধরেছেন। এর মধ্যে অবশ্যই একটা রক্ষণশীলতা আছে। কিন্তু এ্যালার্ডিস নিকলের ভাষায় "His is the conservatism of faith."

কমেডির ভুবনে যতরকম কলাকৌশল আছে এ্যারিস্টোফানিস তাঁর নাটকে প্রায় সবগুলিই দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। কল্পনার সম্ভার, হাস্যকৌতুক, ব্যঙ্গবিদ্রূপ, শব্দ নিয়ে খেলা, উদ্ভট অসম্ভবের পরিবেশ, চরম আতিশয্য, আদি রসের ফোয়ারা প্রভৃতি সব কিছুর সাক্ষাৎ পাই আমরা এ্যারিস্টোফানিসের নাটকে। বিশেষ করে কাহিনীর উদ্ভাবনায় তিনি যে উর্বর হাস্যরসাশ্রিত কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা পরম উপভোগ্য।

এ্যারিস্টোফানিস চল্লিশটির মতো নাটক লিখেছিলেন, তার মধ্যে মাত্র এগারটি আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। তার সর্বপ্রথম যে নাটকটি আমরা পেয়েছি তার নাম "দি একারনিয়ানস"। খ্রীপূ ৪২৫ সালে মঞ্চায়িত এই নাটকে নাট্যকার এথেন্সের যুদ্ধবাদী দলকে সরাসরি তীব্র আক্রমণ করেছেন। খ্রীপূ ৪২১ সালে মঞ্চায়িত "দি পীস"-ও যুদ্ধবিরোধী নাটক। নায়ক ট্রাইগেয়াস, এথেন্সের নাগরিক এক কৃষক, স্বদেশ আর স্পার্টার মধ্যেকার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বন্ধ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। নাটকের শুরুতে আমরা এক অনবদ্য দৃশ্য

দেখি। ট্রাইগেয়াস তার দাসকুলকে নিয়ে একটা গুবরে পোকাকে খাইয়ে দাইয়ে মোটাসোটা শক্তিশালী করে তোলার প্রচণ্ড প্রয়াসে নিমগ্ন। এই প্রাণীটির পিঠে চড়ে নায়ক স্বর্গাধিপতি জিউসের কাছে গিয়ে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য দেবতাদের সহায়তার আবেদন জানাবে। কিন্তু ট্রাইগেয়াস অলিম্পাসে পৌঁছে দেখে যে দেবতা জিউস অন্যান্য দেবদেবীদের নিয়ে তাঁর আস্তানা ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছেন। গ্রীকদের বিবাদ-বিসম্বাদ, যুদ্ধবিগ্রহ ও সামগ্রিক আচার আচরণে তিনি চরম বিরক্ত। দেবতাদের পরিত্যক্ত আসনে তারা বসিয়ে গেছেন "যুদ্ধ" এবং "হট্টগোল"কে। "পীস" বা শান্তি নিক্ষিপ্ত হয়েছে একটি সুগভীর গহ্বরে, আর তার উপরে চাপা দেয়া হয়েছে বড় বড় পাথরের চাঙড়। "যুদ্ধ" গ্রীসের নগরগুলিকে একটা বিশাল হামানদিস্তায় পিষে গুড়ো করে দিতে চায় কিন্তু এখনো সে উপযুক্ত মুষল খুঁজে পায় নি। ট্রাইগেয়াস "শান্তি"কে উদ্ধার করার জন্য ব্যগ্র হয়ে শ্রমিক ও কৃষকের এক কোরাস দলকে আহবান করে। প্রথমে কিছু রেষারেষি ও হৈ হল্লা হলেও শেষ পর্যন্ত তারা "শান্তি"কে উদ্ধার করে। সেই সঙ্গে সঙ্গে তারা ওপোরা (ঘরে ফসল তোলার প্রতিভূ) এবং থিওরিয়া (উৎসবের প্রভু)-কেও মুক্ত করে। হার্মিসের আনুকুল্যে ওপোরার সঙ্গে ট্রাইগেয়াসের বিয়ে হয়। নাটকের নায়ক শান্তির পরিবেশে জীবনের আনন্দ উপভোগের প্রস্তুতি নেয়। ট্রাইগেয়াসওপোরার বিবাহ উপলক্ষ্যে বিরাট ভোজের আয়োজন করা হয়। একজন কাস্তে-নির্মাতা নবদম্পতিকে একটি কাস্তে উপহার দেয়। এদিকে যাদের ব্যবসা ছিল যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম নির্মাণ করা তারা অসন্তুষ্ট এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে এই সুযোগে তাদের কিছু উদ্বৃত্ত মালামাল পার করে দেবার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু ট্রাইগেয়াস তাদের তাড়িয়ে দেয় এবং ভোজ-উৎসব শুরু করার ইঙ্গিত দেয়। আর সেই সাথে শেষ হয় এ্যারিস্টোফার্নিসের একটি অন্যতম উপভোগ্য যুদ্ধ-বিরোধী নাটক।

"লিসিসট্র্যাটা" (৪১১খ্রীপূ) নাটকের মৌল থীমও যুদ্ধবিরোধী। এখানে নাট্যকার নায়িকা লিসিসট্র্যাটার নেতৃত্বে সমগ্র গ্রীসের রমণীকুলকে যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ করেছেন। মহিলারা স্থির করেন যে পুরুষেরা যুদ্ধ বন্ধ করে শান্তি স্থাপন না করলে আর তারা তাদের স্বামীদের সঙ্গে যৌন মিলনে মিলিত হবেন না। আন্দোলনে এইটেই তাদের অন্যতম হাতিয়ার।

লিসিসট্র্যাটা এই উদ্দেশ্যে তার সঙ্গিনীদের যে শপথ-বাক্য পড়িয়ে নেয় তার মধ্যে কৌতুক ও আদিরস অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে আছে। শপথের ভাষা লজ্জা

করুন। লিসিসট্র্যাটা একটু একটু করে বলে আর তার সঙ্গে সঙ্গে অপর সবার পক্ষ থেকে ক্লিওনিসে শপথ নেয়। শপথটা হল এই যে যতদিন পুরুষেরা যুদ্ধ বন্ধ না করবে ততদিন রমণীরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হচ্ছে "প্রেমিক কিম্বা স্বামী কারো সঙ্গে আমার কোন কারবার থাকবে না, যদি সে আমার কাছে উত্তুঙ্গশিশ্ন হয়ে আসে তবু। আমি ঘরে বসে থাকবো অনাহূত যোনি, কমলা রঙের পোষাক পরে সুসজ্জিতা, যেন আমার স্বামীকে আমি সুতীব্র কামনায় উদ্দীপ্ত করে তুলতে পারি। আমি কখনো স্বেচ্ছায় সঙ্গমে মিলিত হব না, আর যদি সে জোর করে মিলিত হয় তবে আমি থাকবো বরফের মত শীতল, এক চুল নাড়াবো না আমার কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ"।

মেয়েরা সুপরিকল্পিত পদক্ষেপের মাধ্যমে এ্যাক্রপোলিস দখল করে নেয়। তারপর একটার পর একটা মজার ঘটনা ঘটে ও বৃদ্ধ পুরুষের কোরাস দল ও একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে বাকযুদ্ধ হয় মেয়েদের। লিসিসট্র্যাটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, স্বচ্ছ যুক্তি ও প্রাঞ্জল দৃষ্টান্তের সাহায্যে ম্যাজিস্ট্রেটকে বুঝিয়ে দেয় যে, যুদ্ধ বা রাজনীতি শুধুমাত্র পুরুষদের একার ব্যাপার নয়, এবিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত দেবার অধিকার আছে মেয়েদেরও, একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের যোগ্যতা রয়েছে তাদেরও। কিন্তু এদিকে দীর্ঘদিন পুরুষসঙ্গ থেকে বঞ্চিত থেকে মেয়েদের অনেকে বেশ অধৈর্য হয়ে পড়ে, নানা ছলছুতো খুঁজে বেড়ায় তারা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য। তবে লিসিসট্র্যাটার অন্যতম সঙ্গিনী মির্‌হাইনে স্বামীর শত অনুনয় সত্ত্বেও অসহযোগের শপথ ভাঙ্গে না, বরং নানাভাবে তাকে উত্তেজিত করে তার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত মিলিত না হয়ে তার অবস্থা করুণ করে তোলে। অবশেষে এথেন্স এবং স্পার্টার যুদ্ধরত উভয় দলের পুরুষরাই মেয়েদের সম্মিলিত চাপের মুখে নতি স্বীকার করে। লিসিস্ট্র্যাটা শান্তির বৃহত্তর কল্যাণ ও আনন্দের দিকটি স্পষ্ট করে তুলে ধরে। নবলব্ধ শান্তির পরিবেশে আনন্দমুখর নৃত্যগীতের মধ্য দিয়ে নাটক শেষ হয়। "লিসিস্ট্র্যাটা" নাটকটিতে এ্যারিস্টোফ্যানিসের দীপ্ত হাস্য-রস উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে, বিশেষ করে রমণীকুলের সংলাপে এবং তাদের পুরুষ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে উচ্চারিত তীব্র বক্রোক্তিতে। মানবজীবনে নরনারীর দেহজ আকর্ষণের পটভূমিতে যে কৌতুকের সহজ সৃজন সম্ভব এই সার্বজনীন সত্যটিও নাট্যকার "লিসিস্ট্র্যাটাতে" নিভুর্লভাবে তুলে ধরেছেন। গ্রীক নাটকের জনৈক বিখ্যাত অনুবাদক-সমালোচকের ভাষায় এখানে "The feminine triad consistently exhibits Aristohpanes"

wit at its most brilliant best, but this is only what would be expected by any one candid enough to recognize that the sexual phenomena of human life are the most copious sources of the finest humour."

খ্রীপূ ৪২৪ সালে মঞ্চস্থিত "দি নাইটস" (The Kinghts) নাটকে এ্যারিস্টোফানিস পেরিক্লিসের উত্তরসূরী ক্লিওনকে আক্রমণ করেছেন একেবারে ব্যক্তিগত পর্যায়ে অত্যন্ত তিক্ত ভাষায় আর "দি ক্লাউডস"-এ (৪২৩ খ্রীপূ) নাট্যকারের চরম বিদ্রূপের পাত্র হয়েছেন সক্রেটিস। এই নাটকে এ্যারিস্টোফানিস মহৎ শিক্ষাগুরু সক্রেটিসের এক নিষ্ঠুর ক্যারিকেচর পরিবেশন করেছেন। ক্যারিকেচরটি সক্রেটিসের এতই অতিরঞ্জিত ও বিকৃত একটি চিত্র তুলে ধরেছে যে সেদিক থেকে বিচার করলে নাটকটির মধ্যে প্রশংসা করবার মত বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু যদি সক্রেটিসকে একটি প্রতীক বলে মনে করি, সে সময় নির্বোধের মত সবাই নির্বিচারে সফিস্ট দার্শনিকদের নিছক তর্ক ও কূট যুক্তি সর্বস্বতাকে গ্রহণ করবার জন্য যেরকম ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল তার প্রতিভূ বলে গণ্য করি তাহলে "দি ক্লাউডস"-এর মধ্যে আমরা অনেক আকর্ষণীয় উজ্জ্বল উপাদান খুঁজে পাবো। এই নাটকে এ্যারিস্টোফানিস এক শ্রেণীর মানুষের ভণ্ডামির মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছেন নিপুণ ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মাধ্যমে। স্ট্রেপসিয়াডিস, সক্রেটিস এবং ফিডিপাইডিসকে নিয়ে তিনি যে কাহিনীর অবতারণা করেছেন তার মধ্যে একদিকে যেমন তীব্র ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও হাল্কা কৌতুকরস রয়েছে তেমনি অন্যদিকে রয়েছে মধুর গীতিকাব্যের সুষমা।

এ্যারিস্টোফানিসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক "দি ফ্রগস"-এ (খ্রীপূ ৪০৫) ব্যঙ্গের পাত্র হয়েছেন নাট্যকার ইউরিপাইডিস। এ্যারিস্টোফানিস তাকে অভিযুক্ত করেছেন ট্র্যাজেডির মহৎ নৈতিকতার সুর ও আবহকে নিম্নমুখী করার জন্য। ইউরিপাইডিসের মৃত্যুর অল্প কাল পরেই এ্যারিস্টোফানিস তার "ফ্রগস" নাটকটি রচনা করেন। নাটকের শুরুতে আমরা দেখি যে দেবতা ডায়োনিসাস সাম্প্রতিক ট্র্যাজিক নাট্যকারদের সৃষ্টিকর্মে আনন্দ বা তৃপ্তি না পেয়ে হেরাক্লিসের ছদ্মবেশে পাতালপুরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন। তার ইচ্ছা ইউরিপাইডিসকে পুনর্জীবিত করে আবার নাট্যরচনায় ফিরিয়ে আনবেন। নৌকার মাঝি কারণ মৃতের নদী স্টিক্সের বুক বেয়ে তাকে নিয়ে চলে। দুপাশ থেকে অনবরত ভেকের কলরব উচ্চস্বরে ধ্বনিত হতে থাকে। এরপর

পাতালপুরীতে একটার পর একটা হাস্যকর দৃশ্যের অবতারণা হয়। অবশেষে আমরা নাটকের ক্লাইম্যাক্সে এসে পৌঁছাই। ডায়োনিসাস দেখলেন যে ইউরি-পাইডিস এক বিবাদে মগ্ন হয়েছেন এস্কাইলাসের সঙ্গে। পাতালপুরীর ভোজ-সভায় কে সম্মানিত আসনটিতে বসবেন? দু'জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নাট্যকার কে তা স্থির করার জন্য একটা লড়াইর ব্যবস্থা হল। বিচারক হলেন ডায়োনিসাস। লড়াই বা প্রতিযোগিতাটি আর কিছু নয়, বিশাল এক দাঁড়িপাল্লায় ওদের দুজনের নাটকের লাইন বসিয়ে দিয়ে তা ওজন করা হবে। এই লড়াইর আগে দুই নাট্যকারের মধ্যে প্রথমে একটা দীর্ঘ বাকযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হল। আসলে এস্কাইলাস এবং ইউরিপাইডিসের নাট্যকর্ম সম্পর্কে এটা এ্যারিস্টোফানিসের নিজের সাহিত্য সমালোচনামূলক সৃষ্টিশীল মূল্যায়ণ ছাড়া আর কিছু নয়। ইউরিপাইডিস তাঁর পূর্বসূরী এস্কাইলাস সম্পর্কে অভিযোগ আনেন এই বলে যে, এস্কাইলাসের নাটক দুর্বোধ্য, পুনরাবৃত্তিতে পূর্ণ, উচ্চকণ্ঠ এবং যুদ্ধপ্রীতিদুষ্ট। এস্কাইলাস প্রত্যুত্তরে বলেন যে ইউরি-পাইডিসে নাটক নিষ্প্রাণ ও বিবর্ণ. খেলো যুক্তিতর্কে পূর্ণ, কোন মহৎ সুউচ্চ নৈতিকতার সুর সেখানে অনুপস্থিত। যাই হোক, যখন দাঁড়িপাল্লায় তাদের নাটকের পংক্তি বা চরণ মাপা হল তখন দেখা গেল যে এস্কাইলাসের দিকেই পাল্লা ভারী। ডয়োনিসাস তাঁকেই জয়ী ঘোষণা করলেন এবং ইউরিপাইডিসের পরিবর্তে এস্কাইলাসকে নিয়ে এথেন্সে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। "ফ্রগস" বেশ জটিল একটি ফ্যান্টাসী এবং সম্ভবতঃ এখানেই আমরা প্রথমবারের মত একটি গ্রীক সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্মে সাহিত্য সমালোচনাকে প্রাধান্য পেতে দেখি।

খ্রীপূ ৪২২ সালে মঞ্চায়িত "দি ওয়াসপস" (The Wasps) নাটকে এ্যারিস্টোফানিস তাঁর বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করেছেন এথেনীয়দের ভিড় করে বিচারালয়ে গিয়ে মামলা মোকদ্দমার শুনানী শোনার উদগ্র আগ্রহকে।

অনেকের বিবেচনায় এ্যারিস্টোফানিসের শ্রেষ্ঠতম নাটক "দি বার্ডস" (খ্রীপূ ৪১৪)। বিদগ্ধ হাস্যরস, কল্পনার ঐশ্বর্য এবং উপভোগ্য ব্যঙ্গকৌতুক এখানে নিপুণভাবে সমন্বিত। নাটকের কাহিনী বিন্যাসে শ্রেষ্ঠ শিল্পীর পরিচয় সুস্পষ্ট। নাটকের কাহিনী গড়ে উঠেছে যুদ্ধ ও বিবাদ-বিসম্বাদে অসহিষ্ণু ও বিরক্ত দুই এথেনীয় নাগরিক পিথেটেরাস এবং ইউলিপাইডিসের এক উদ্ভট ইউটোপীয় অভিযানকে ঘিরে। এই দুই বয়োবৃদ্ধ নাগরিক আর এথেন্সে থাকতে রাজী নয়। জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি তারা কোন একটি শান্তিপূর্ণ

নগরীতে গিয়ে বসবাস করতে চায়। দুটি পাখীকে অনুসরণ করে তাদের নির্দেশে তারা ইপপসের কাছে যায়, যে এক সময় টেরেনস নামধারী এক মানুষ ছিল, এখন হুপো, বিহঙ্গকুলের রাজা। এথেনীয় নাগরিকদ্বয়ের বিশ্বাস যে ইপপস তাদেরকে আকাঙ্খিত বাসস্থানের হদিস দিতে পারবে। কিন্তু ইপপসের কোন পরামর্শই ওদের মনঃপুত হয় না। শেষ পর্যন্ত পাখীদের জীবনের আনন্দ ও তৃপ্তির প্রসঙ্গ উঠে পড়ে এবং পিথেটেয়াসের মাথায় একটা পরিকল্পনা দানা বাঁধে। আকাশ আর পৃথিবীর মাঝখানে এই মেঘের রাজ্যে পাখীরা এক বিশাল নগর নির্মাণ করবে। মাটির মানুষ যখন স্বর্গের দেবতা-দের উদ্দেশ্যে পূজা অর্চনা, যাগযজ্ঞ, হোম, বলিদান ইত্যাদি করবে তখন তাদের এইসব পবিত্র অনুষ্ঠান উত্থিত ধোঁয়াকে মাঝপথে পাখীরা আটকে দেবে, তাকে পৌঁছুতে দেবে না দেবতাদের পাদপদ্মে। ফলে দেবতারা অক্ষম হয়ে পড়বেন এবং এখন যেমন বিহঙ্গকুল পোকামাকড়ের উপর আধিপত্য করছে তখন এই বিহঙ্গকুল আধিপত্য করতে পারবে মানুষ ও দেবতা উভয়ের উপর। পিথেটেয়াসের এই পরিকল্পনা ইপপসকে মুগ্ধ করে। সে তার স্ত্রী নাইটিঙ্গেলকে বিষয়টি জানায়। তারপর সব পাখীদের নিয়ে তারা পরামর্শ করতে বসে। প্রথমে তো পাখীর দল তাদের চিরশত্রু দুই মানব সন্তানকে তাদের মধ্যে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পিথেটেরাসের পরিকল্পনা সোৎসাহে গৃহীত হয়। নতুন শহর নেফেলোকোক্কুগিয়া অর্থাৎ মেঘ-কোকিলের দেশ গড়ার কাজ শুরু হয়ে যায়। পিথেটেরাস আর ইউলিপাইডিস ইপপসের আস্তানায় যায় এবং নিজেদের পাখায় সজ্জিত করে পাখীতে পরিণত করে। এরপর দ্রুত নানা কৌতুককর ঘটনা ঘটে। নতুন শহর নির্মাণের বৈপ্লবিক সংবাদ স্বর্গে-মর্ত্যে ছড়িয়ে পড়ে। মেঘ-কোকিলের দেশে ভূতপূর্ব এথেনীয় দুই নাগরিক এবং পক্ষীকুল যখন আনন্দউল্লাসরত তখন হঠাৎ সংবাদ আসে যে এক দেবতা প্রহরীদের চোখে ধুলো দিয়ে কেমন করে যেন সীমান্ত অতিক্রম করে তাদের রাজ্যে ঢুকে পড়েছে। হৈ হৈ রৈ রৈ পড়ে যায়, সৈন্য সামন্ত ডাকা হয়, যুদ্ধ প্রায় বাধে বাধে। এমন সময় আবিষ্কৃত হল যে যিনি এভাবে বেআইনী অনুপ্রবেশ করেছেন তিনি রামধনুর দেবী আইরিস, যাচ্ছিলেন পৃথিবীর মানুষের কাছে স্বর্গের দেবাধিপতি জিউসের এক বাণী নিয়ে। পিথেটেরাস অধিক বাক্যব্যয় না করে আইরিসকে জিউসের কাছে ফেরৎ পাঠিয়ে দেয় এবং নগরীর দ্বার বাইরের সকলের জন্য রুদ্ধ ঘোষণা করে। আইরিসের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী থেকে এক

বার্তাবহ এসে উপস্থিত হয়। সে পিথেটেরাসকে জানায় যে এথেন্সে মহামারীর মত পক্ষীপ্রীতি ছড়িয়ে পড়ছে এবং প্রায় দশ সহস্র এথেনীয় নাগরিক এই নতুন ইউটোপিয়া মেঘ-কোকিলের দেশের উদ্দেশ্য এখানে বসবাস করার সদিচ্ছা নিয়ে ইতিমধ্যে যাত্রা করেছে। পিথেটেরাসকে আবার কিছু উদ্যোগ নিতে হল এবং এই পর্বে বিশাল এক ছাতার আড়ালে জিউসের চোখ এড়িয়ে চিরকালের মানববন্ধু প্রমিথিউস এসে উপস্থিত হয় এই নতুন দেশে। তার কাছ থেকে খবর পাওয়া গেল যে মানুষের যাগযজ্ঞ ও বলির উপাচার না পেয়ে বুভুক্ষু দেবতাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তারা সন্ধির জন্য প্রতিনিধিদল পাঠাচ্ছে অনতিবিলম্বে। কিভাবে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবে, কি কি দাবী করবে, সে সম্পর্কে পিথেটেরাসকে সুপরামর্শ ও বুদ্ধি দেয় প্রমিথিউস। একটু পরেই দেবতাদের প্রতিনিধিদল এসে উপস্থিত হয়। তিন জন। পসিডন, হেরাক্লিস এবং হাস্যকর বর্বর এক থ্রেশীয় দেবতা যার নাম ট্রাইবালুস, যে এক অক্ষর গ্রীক বোঝে না, বলতে পারে না। পিথেটেরাস দবী করে যে জিউসকে তার রাজদণ্ড হস্তান্তর করতে হবে পাখীদের কাছে এবং রাজসিকতা বা সার্বভৌমত্বের প্রতীক বাসিলিয়াকে বিবাহ দিতে হবে তার সঙ্গে। শুধু তাহলেই পাখীরা দেবতাদের উদ্দেশ্যে অর্পিত মানুষের নৈবেদ্যের ধোঁয়া মাঝপথে আটকে দেবে না এবং দেবতাদেরও আর অভুক্ত থাকতে হবে না। প্রথমে পসিডন আপত্তি করলেও শেষ পর্যন্ত পিথেটেরাসের সর্ত মেনে নিলে পর সন্ধি স্থাপিত হয়। নাটকের সমাপ্তি লগ্নে আমরা দেখি শিরে মুকুট শোভিত পিথেটেরাসকে, হাতে জিউসের বজ্র-বিদ্যুৎরাজদণ্ড, পাশে নববধূ বাসিলিয়া। নৃত্যগীত ও আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে "বার্ডস" নাটকের হয় মধুরেণ সমাপয়েৎ, "a bright tissue of the purest and happiest fantasy, constructed with consummate skill, a song of unalloyed gaiety with never a false or bitter note" শুধু ফ্যান্টাসী নয়, চরিত্র চিত্রনের ক্ষেত্রেও এ্যারিস্টোফানিস এই নাটকে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। বিশেষভাবে তিনি পিথেটেরাসের চরিত্রটি এঁকেছেন পরম আকর্ষণীয় করে। এই নাটকের গানগুলিকে গ্রীক গীতিকাব্যের শ্রেষ্ঠতম সম্ভারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। সর্বোপরি "বার্ডস" নাটকে তিক্ততাবর্জিত স্নিগ্ধ হাস্যরস ও নিছক রঙ্গকৌতুক এ্যারিস্টোফানিসের অন্যান্য কমেডির তুলনায় অধিক পরিমাণে ও নিপুণতর সাবলীলতার সঙ্গে পরিবেশিত।

এ্যারিস্টটল মন্তব্য করেছেন যে কমেডিতে মানুষ যথার্থ যা তাকে তার চাইতে নিকৃষ্ট করে দেখান হয়। আমরা এই উক্তির মধ্যে অবজ্ঞা ও

তাচ্ছিল্যের কমিক থিওরিকে প্রত্যক্ষ করি। এ্যারিস্টোফানিস তাঁর নাটকে অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের তূণ নিক্ষেপ করেছেন হাস্যরসের সঙ্গে মিশ্রিত করে সমকালীন নানা মতবাদ, পরিস্থিতি, পরিবেশ এবং চরিত্রের উদ্দেশ্যে। তাঁর নাটকে আমরা তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, নির্মম ক্যারিকেচার ও প্রায় অশ্লীল রঙ্গরসের সাক্ষাৎ লাভ করলেও পরিণত বিচারে বিদগ্ধ হাস্যরস এবং হৃদয়গ্রাহী গীতিময়তার সংমিশ্রণই তাঁর কমেডিসমূহকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। কথিত আছে খ্রীপূ ৩৮৫ সালে এ্যারিস্টোফানিসের মৃত্যুর পর বিখ্যাত দার্শনিক প্লেটো নীচের এপিটাফ্‌টি রচনা করেছিলেন : "The Graces, seeking a shrine that would never fall, found the soul of Aristophanes."

"লিসিসট্র্যাটা"র বর্তমান বঙ্গানুবাদ আমি মূল গ্রীক থেকে করিনি। আমার উৎস হুইটনি জে. ওটস এবং ইউজীন ও'নীল জুনিয়র সম্পাদিত, র‍্যাণ্ডম হাউস কর্তৃক ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত, 'দি কমপ্লিট গ্রীক ড্রামা'র দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্গত এক অজ্ঞাতনামা অনুবাদকের ইংরেজী অনুবাদ। ভাবগত এবং ভাষাগত উভয় দিক থেকে অনুবাদের সময় আমি যথাসম্ভব বিশ্বস্ত থাকতে প্রয়াস পেয়েছি। "লিসিসট্র্যাটা" নাটকের আদিরসাত্মক কোন কোন সংলাপ অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এ্যারিস্টো-ফানিসকে যথার্থভাবে উপলব্ধি ও উপভোগ করতে হলে তাঁর এই দৃষ্টি-ভঙ্গীকে আমাদের মেনে নিতে হবে। ইউজীন ও'নীল জুনিয়রের মতে "the most unhealthy approach is the denial of the obvious in the name of healthiness." পাঠক মাত্রই লক্ষ্য করবেন যে "লিসিসট্র্যাটা"তে যৌনতা নিয়ে যে রঙ্গকৌতুক তা হয়তো ঈষৎ স্থূল এবং একটু বেশী খোলামেলা, কিন্তু তার মধ্যে কোন মর্বিড ঔৎসুক্য কিম্বা নোংরামি কিম্বা বিকৃতি নেই। তা কোনক্রমেই পর্ণোগ্রাফির সমগোত্রীয় নয়।

এ্যারিস্টোফানিসের একদিকে যেমন ছিল কৌতুক এবং ব্যঙ্গপূর্ণ বিদগ্ধ মন তেমনি অন্যদিকে ছিলো কোমল ও স্পর্শকাতর হৃদয়। তাঁর ব্যক্তিত্বের কোমল দিকের পরিচয় মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর নাটকের গীতিকাব্যময় অংশ-গুলিতে। এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে কখনো কখনো গভীর আবেদনময়, উষ্ণ হৃদয়াবেগে পূর্ণ, কাব্যিক অনুচ্ছেদের মধ্যে হঠাৎ ঝলসে ওঠে তাঁর বিদগ্ধ কৌতুকের দ্যুতি। প্রকৃতপক্ষে তাঁর স্বভাবের এই দুটি দিককে আলাদা করা যায় না। জনৈক সমালোচকের ভাষায় "He can be both witty and lyrical, almost at one and the same moment. This strange and

perfect blend of characteristics apparently so incompatible makes Aristophanes a wonderful man to read, and we begin to understand why Plato loved the old rogue as he did; he must have been a wonderful man to know."

কবীর চৌধুরী

লিসিসট্র্যাটা

পাত্রপাত্রী

লিসিসট্র্যাটা
ক্লিওনিসে
মিরহাইনে
লাম্পিটো
ম্যাজিস্ট্রেটগণ
সাইনেসিয়াস
সাইনেসিয়াসের শিশুসন্তান
ল্যাকিডেমোনীয়দের বার্তাবহ
ল্যাকিডেমোনীয়দের প্রতিনিধিবর্গ
এথেনীয় নাগরিক
বৃদ্ধ পুরুষদলের কোরাস
বৃদ্ধা রমণীকুলের কোরাস

লিসিসট্র্যাটা

[দৃশ্য : অক্রোপলিসের পাদদেশে দুটি দালান, একটা লিসিসট্র্যাটার বাস ভবন, অপরটি এ্যাক্রোপোলিসের সম্মুখভাগ, বঙ্কিম সরুপথ এগিয়ে গেছে দ্বিতীয়টির দিকে। দালান দুটির মাঝখানে রয়েছে দেবতা প্যানের গুহার প্রবেশ পথ। লিসিসট্র্যাটা তার বাড়ীর সামনে পায়চারী করছে।]

লিসিসট্র্যাটা : এটা যদি ব্যাকাস-উৎসবের কোন আমন্ত্রণ হত, কিম্বা প্যান কিম্বা আফ্রোদিতি কিম্বা জেনেতিলিসের প্রীতিভোজের নিমন্ত্রণ, হুঁঃ, তাহলে এতক্ষণে বাদ্যযন্ত্রের ভীড়ে রাস্তা দিয়ে পথ চলা যেত না, আর এখন. একটি মহিলারও দেখা নেই··· আহ্, শুধু আমার প্রতিবেশী ক্লিওনিসে ছাড়া --- ওই যে, তাকে আসতে দেখছি। ---- সুপ্রভাত. ক্লিওনিসে।

ক্লিওনিসে : সুপ্রভাত লিসিসট্র্যাটা। কিন্তু ভাই, তোমার মুখ এত রাগীরাগী দেখাচ্ছে কেন? সত্যি বলছি, ওরকম ভ্রূ কুঁচকে থাকলে তোমাকে একটুও সুন্দর দেখায় না।

লিসিসট্র্যাটা : ওহ, ক্লিওনিসে, আমার বুকটা জ্বলে যাচ্ছে। আমাদের মেয়ে জাতের কথা ভেবে আমার লজ্জার শেষ নেই। পুরুষদের বদ্ধমূল ধারণা যে আমরা ছলনাময়ী, ভীষণ চালাক চতুর ---

ক্লিওনিসে : তাদের ধারণা একদম ঠিক!

লিসিসট্র্যাটা : অথচ, এই দেখনা, একটা সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মেয়েদের এখানে ডাকা হয়েছে, আর তারা না এসে সব বিছানায় শুয়ে আছে।

ক্লিওনিসে : তারা ঠিকই আসবে, দেখো। তবে, তুমি তো জানো, মেয়েদের পক্ষে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসা সোজা না। একজন হয়তো স্বামীকে নিয়ে ব্যস্ত, আরেকজন চাকরকে তুলে দিচ্ছে, আরেকজন হয়তো বাচ্চাকে ঘুম পাড়াচ্ছে, নয়তো স্নান করাচ্ছে, নয়তো খাওয়াচ্ছে।

লিসিসট্র্যাটা ঃ কিন্তু আমি তোমাকে বলছি, যে ব্যাপারে ওদের এখানে ডাকা হয়েছে সেটা ওসব বিষয়ের চাইতে অনেক বেশী জরুরী।

ক্লিওনিসে ঃ আমাদের কেন ডেকে পাঠিয়েছো, লিসিসট্র্যাটা? ব্যাপার কি?

লিসিসট্র্যাটা ঃ খুবই বিরাট জিনিস।

ক্লিওনিসে ঃ (অন্য অর্থ ধরে নেয়। গভীর উৎসাহের সঙ্গে) আর শক্তও তো?

লিসিসট্র্যাটা ঃ হ্যাঁ, খুবই শক্ত।

ক্লিওনিসে ঃ কী কাণ্ড! তবুও আমরা সব এখানে এসে পৌঁছুই নি? ভেবে দ্যাখো!

লিসিসট্র্যাটা ঃ (ক্লান্ত কণ্ঠে) তুমি যা ভাবছো সেটা হলে একজনও গরহাজির থাকতো না। না, না, এটা হচ্ছে এমন একটা ব্যাপার যা নাড়াচাড়া করে আমার রাতের পর রাত নিদ্রাহীন কেটে গেছে।

ক্লিওনিসে ঃ (এখনও প্রকৃত গুরুত্ব উপলব্ধি করতে অক্ষম) তাহলে তো জিনিসটা ভীষণ চমৎকার আর রহস্যময়!

লিসিসট্র্যাটা ঃ এতো চমৎকার যে এর অর্থ হল, মেয়েরাই হবে গ্রীসের ত্রাণকর্তা।

ক্লিওনিসে ঃ মেয়েরা? তাহলে গ্রীসের পরিত্রাণ নির্ভর করছে বড় হাল্কা সুতোর উপর!

লিসিসট্র্যাটা ঃ আমাদের উপর নির্ভর করছে আমাদের দেশের ভাগ্য। আমাদেরকেই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে হবে পিলোপনেশীয়দেরকে।

ক্লিওনিসে ঃ সে হবে যথার্থই একটা কাজের মত কাজ।

লিসিসট্র্যাটা ঃ বিওশিয়ানদের সমূলে নির্মূল করতে হবে।

ক্লিওনিসে ঃ কিন্তু পিচ্ছিল ক্ষুদ্র প্রাণীদের নিশ্চয়ই রেহাই দেবে?

লিসিসট্র্যাটা : এথেন্সের কথা ভেবে এত সাংঘাতিক বিপর্যয় আমি কখনোই ডেকে আনবোনা, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। যাই হোক, যদি বিওশিয়ান আর পিলোপনেশীয় মেয়েরা আমাদের সঙ্গে যোগ দেয় তবে গ্রীস রক্ষা পাবে।

ক্লিওনিসে ঃ কিন্তু অত বড় গৌরব আর বুদ্ধিমত্তার একটা কাজ মেয়েরা কিভাবে সম্পন্ন করবে? সেই মেয়েরা যারা গৃহের অভ্যন্তরে চুপচাপ বসে থাকে,

হলুদ সিল্কের স্বচ্ছ দীর্ঘ ঢেউ-খেলানো জামা-কাপড়ে সেজে, ছোট্ট সৌখীন চটি পায়ে মাথায় ফুল গুঁজে ঘুরে বেড়ায় শুধু, তারা?

লিসিসট্র্যাটা: আহ্, ওই গুলোই হবে আমাদের ত্রাণ অভিযানের মূল সম্পদ— ওই হলুদ পোশাক, সুগন্ধি দ্রব্য আর পাদুকা, প্রসাধন সামগ্রী আর স্বচ্ছ পরিচ্ছদ।

ক্লিওনিসে: তার মানে?

লিসিসট্র্যাটা: একটি লোকও আর অন্যের বিরুদ্ধে তার বর্শা উত্তোলন করবে না....

ক্লিওনিসে: জলদি বল, আমি এক্ষুণি শালকরের কাছ থেকে একটা হলুদ পোষাক সংগ্রহ করবো।

লিসিসট্র্যাটা: -----কিম্বা খোঁজ করবে না তার ঢালের---

ক্লিওনিসে: আমি ছুট্টে গিয়ে একটা দীর্ঘ ঢেউ খেলানো পোশাক জড়িয়ে নেবো গায়ে।

লিসিসট্র্যাটা: ----কিম্বা নিষ্কাশন করবে না তার তরবারি।

ক্লিওনিসে: আমি এই মুহূর্তে গিয়ে একজোড়া চটি কিনবো।

লিসিসট্র্যাটা: এখন বল আমাকে, মেয়েরা সবাই এখানে এলে ভাল হত না?

ক্লিওনিসে: আরে, ওদেরতো উড়ে আসা উচিত ছিলো।

লিসিসট্র্যাটা: কিন্তু, ভাই, তুমি দেখবে যে একেবারে খাঁটি এথেনীয়দের মতো তারা সব কিছুই করবে বড্ড বেশী দেরী করে।----দেখছোনা, উপকূল অঞ্চল থেকে একটি মেয়েও আসেনি, স্যালামিস থেকে আসেনি একজনও।

ক্লিওনিসে: কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি যে ওরা ভোর বেলায় জাহাজে উঠেছে।

লিসিসট্র্যাটা: আর এ্যাকার্নির মেয়েদের কাণ্ডটা দ্যাখো! আমি ভেবেছিলাম তারা এসে পৌঁছুবে সব্বার আগে।

ক্লিওনিসে: অন্ততঃ থিগেনেসের বউ ঠিকই আসবে, সে হিক্যেটের সঙ্গে এ ব্যাপারে পরামর্শ করতে গেছে।---আরে, আরে, ওই, দ্যাখো কয়েকজন এসে পড়েছে। ওদের পেছনে আরো কয়েকজনকে দেখা যাচ্ছে। আরে, ওরা আবার কোন গ্রামাঞ্চলের মেয়ে গো?

লিসিসট্র্যাটা: ওরা আসছে এ্যানাজাইরা থেকে।

ক্লিওনিসে : তাইতো! এযে দেখছি এ্যানাজাইরা থেকে তার সমস্ত নারী জনতা উজাড় করে এসেছে!

[মিরহাইনে প্রবেশ করে, তার পেছন পেছন আরো মেয়েরা]

মিরহাইনে : আমাদের কি দেরী হয়ে গেছে, লিসিসট্র্যাটা? কি হল, কথা বলছ না কেন?

লিসিসট্র্যাটা : কি বলব বল, মিরহাইনে? এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেও তুমি গা করছো না?

মিরহাইনে : অন্ধকারে আমি আমার গাউনটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। যাইহোক, ব্যাপারটা যদি খুব জরুরীই হয়ে থাকে তবে এখনতো আমরা এসেছি, বলো কি বলবে।

ক্লিওনিসে : না, আর একটু অপেক্ষা করি। বিওশিয়া আর পিলোপনিস থেকে মেয়েরা এসে পড়ুক।

লিসিসট্র্যাটা : হ্যাঁ, সেই ভালো। ----ওই যে, লাম্পিটো এসে পড়েছে।
[লাম্পিটো হল স্পার্টার এক জবরদস্ত রমনী; সে আর তার সঙ্গে আরো তিনজন মহিলা প্রবেশ করে, দুজন বিওশিয়ার এবং একজন কোরিন্থের]
সুপ্রভাত, লাম্পিটো, আমার লাসিডেমনের প্রিয় বন্ধু। তোমাকে কী চমৎকার সুস্থ আর সুন্দর দেখাচ্ছে! কী গোলাপী গায়ের রঙ! খুব শক্তিময়ী দেখাচ্ছ তোমাকে, ভাই। একটা ষাঁড়কে তুমি শ্বাসরুদ্ধ করে মারতে পারবে!

লাম্পিটো : হ্যাঁ, ভাই, মনে হয় সত্যিই বোধ হয় পারবো। কারণ আমি রীতিমতো ব্যায়াম করি আর কঠিন কঠিন নাচ নাচি।

ক্লিওনিসে : (লাম্পিটোর গাত্রাবরণ সরিয়ে তার স্তনযুগল উন্মোচন করে) কী অপূর্ব স্তন!

লাম্পিটো : এই দ্যাখো! আমি যেন বলির পশু এমনভাবে টিপে দেখছে!

লিসিসট্র্যাটা : আর এই তরুণী, ইনি কোথা থেকে আসছেন?

লাম্পিটো : বিওশিয়ার এক অভিজাত ঘরের মহিলা ইনি।

লিসিসট্র্যাটা : আহ্, আমার রূপসী বিওশিয়ান বন্ধু, উদ্যানের মতো প্রস্ফুটিত তুমি।

ক্লিওনিসেঃ (আরেকটা তল্লাশী চালিয়ে) যা বলেছো ভাই, এবং এর বাগানও পরিষ্কার জঞ্জালমুক্ত।

লিসিসট্র্যাটাঃ (কোরিন্থীয় রমণীর দিকে তাকিয়ে) আর ইনি কে?

লাম্পিটোঃ ইনি একজন সতী রমণী কোরিন্থে বাড়ী।

ক্লিওনিসেঃ সতী! তা কোরিন্থে যাকে সততা বলা হয় সেই অনুপাতেই বটে!

লাম্পিটোঃ কিন্তু মহিলাদের এই সম্মেলন কে ডেকেছে, এখন সেই কথা বল।

লিসিসট্র্যাটাঃ আমি ডেকেছি।

লাম্পিটোঃ আমাদের কাছে তুমি কি চাও সেটা বল।

ক্লিওনিসেঃ হ্যাঁ, ভাই, সেটা বল। কি জরুরী বিষয় তুমি আমাদের সবাইকে জানাতে চাও?

লিসিসট্র্যাটাঃ বলছি, কিন্তু আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও।

ক্লিওনিসেঃ জিজ্ঞেস কর।

লিসিসট্র্যাটাঃ তোমাদের সন্তানের পিতারা যে তোমাদের ছেড়ে দুরে যুদ্ধক্ষেত্রে দিন কাটাচ্ছেন সেজন্য কি তোমাদের দুঃখ হয়না? তোমরা কি বিষণ্ণ ও বিমর্ষ বোধ কর না? আমি বাজী রেখে বলতে পারি তোমাদের মধ্যে এমন একজনও নেই যার স্বামী এই মুহূর্তে বিদেশে দিন কাটাচ্ছে না।

ক্লিওনিসেঃ আজ পাঁচমাস ধরে আমর স্বামী থ্রেসে—ইউক্রাটিসের তদারক করে বেড়াচ্ছেন।

মিরহাইনেঃ দীর্ঘ সাতমাস আগে আমার স্বামী বাড়ী ছেড়ে পাইলসে গেছেন।

লাম্পিটোঃ আর আমার স্বামীর কথা? কোনো রণাঙ্গন থেকে বাড়ীতে ফিরতে না ফিরতেই আবার ঢাল-তরবারি তুলে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের উদ্দশ্যে যাত্রা করেন।

লিসিসট্র্যাটাঃ আর একটি প্রেমিকের ছায়া পর্যন্ত নেই! যেদিন মাইলেশীয়রা আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে সেদিন থেকে আমি একটা আট ইঞ্চি যন্ত্র পর্যন্ত দেখিনি! আমাদের মতো বেচারী বিধবাদের সান্ত্বনার কোন পথই নেই-----এখন বল, এই অবস্থায় আমি যদি যুদ্ধ শেষ করবার একটা পন্থা বার করতে পারি তবে তোমরা সবাই আমাকে সমর্থন করবে তো?

ক্লিওনিসে ঃ তাবৎ দেবীদের নামে শপথ করে বলছি, আমি করব, যদি আমাকে আমার পোশাক বন্ধক দিয়ে সেই একই দিনে মদ খেয়ে সব টাকা উড়িয়ে দিতে হয় তবুও করব।

মিরহাইনে ঃ আমিও করবো। যদি আমাকে চাঁদা মাছের মতো দু'টুকরো করে আমার অর্ধেকটা ফেলে দেয়া হয় তবুও।

লাম্পিটো: আমিও করব। শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্যে দরকার হলে আমি টেগেটাস পাহাড়ের চূড়ায় পর্যন্ত উঠতে রাজী আছি।

লিসিসট্র্যাটা ঃ তাহলে এবার আমার গূঢ় গোপন কথাটি আমি তোমাদের কাছে প্রকাশ করব। প্রিয় ভগ্নিগণ, আমরা যদি আমাদের স্বামীদের শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য করতে চাই তবে আমাদের বিরত থাকতে হবে—

ক্লিওনিসে ঃ কি থেকে বিরত থাকতে হবে? বল, বল!

লিসিসট্র্যাটা ঃ কিন্তু তোমরা কি তা করবে?

মিরহাইনে ঃ করব, করব, যদি এর জন্য মরে যেতে হয় তবু করব।

লিসিসট্র্যাটা ঃ আমাদের সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকতে হবে পুরুষসঙ্গ থেকে। --- না, ও রকম করে আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো কেন? তোমরা কোথায় যাচ্ছ সবাই? তাহলে ঠোঁট কামড়াচ্ছো তোমরা, মাথা নাড়াচ্ছো? তোমাদের চেহারা এত পাংশু আর বিষণ্ণ হয়ে গেল কেন? কেন চোখে অশ্রুকণা? এসো, বলো তোমরা এটা করবে? হ্যাঁ কিম্বা না? ইতস্তত করছো তোমরা?

ক্লিওনিসে: আমি পারবো না। যুদ্ধ চলতে থাকুক।

মিরহাইনে: আমিও পারবোনা। চলতে থাকুক যুদ্ধ।

লিসিসট্র্যাটা ঃ (মিরহাইনেকে উদ্দেশ্য করে) আর তুমি, আমার রূপসী চাঁদা মাছ, তুমিও একথা বলছ, যে একটু আগে নিজেকে দ্বিখণ্ডিত করার কথা বলেছিলে?

ক্লিওনিসে ঃ অন্য আর যা কিছু করতে বল, শুধু ওকথা বলো না। তোমার ইচ্ছে হলে আমাকে অগ্নিবলয় ঝাঁপ দিয়ে পার হয়ে যেতে বল, কিন্তু লক্ষ্মী লিসিসট্র্যাটা, সারা দুনিয়ার মধুরতম জিনিস থেকে আমাদের তুমি বঞ্চিত কর না।

লিসিসট্র্যাটা ঃ (মিরহাইনের দিকে তাকিয়ে) আর তুমি?

মিরহাইনে ঃ হ্যাঁ, আমিও ওদের সঙ্গে একমত। তার আগে আমিও বরং অগ্নিকুণ্ড ঝাঁপ দিয়ে পার হয়ে যাব।

লিসিসট্র্যাটা: হায় দায়িত্বজ্ঞানহীন জঘন্য নারী জাতি! আমাদের নিয়ে ট্র্যাজিক নাটক রচনা করে কবিরা ভালোই করেছেন। প্রেম আর রতিক্রিয়া ছাড়া আমরা আর কোন কাজের যোগ্য নই। কিন্তু ভাই, তুমি সুকঠোর স্পার্টার মেয়ে. তুমি যদি আমার সঙ্গে যোগ দাও তাহলে এখনো সব রক্ষা করা যাবে। আমি মিনতি করছি,আমাকে সাহায্য কর, আমাকে সমর্থন দাও।

ল্যাম্পিটো ঃ কাজটা খুব কঠিন. ভাই। দুই দেবীর দোহাই দিয়ে বলছি সত্যি কঠিন। একটা শক্ত সমর্থ পুরুষ ছাড়া নিশিযাপন করা সত্যি কঠিন। কিন্তু তবু সবার আগে শান্তির স্থান।

লিসিসট্র্যাটা ঃ লক্ষ্মীটি, তুমিই আমার সেরা বন্ধু, একমাত্র তোমারই অধিকার আছে নারী নাম সগৌরবে বহন করবার।

ক্লিওনিসে ঃ কিন্তু যদি ঈশ্বর না করুন—যদি তোমার কথামতো আমরা সম্পূর্ণভাবে পুরুষসঙ্গ থেকে বিরত থাকি তাহলে কি তাড়াতাড়ি শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে?

লিসিসট্র্যাটা ঃ অবশ্যই হবে। আমরা শুধু গালে রং মেখে, স্বচ্ছ এ্যামোরগস সিল্কের হালকা পোশাক পরে, নিখুঁতভাবে লোম নির্মূল করে আমাদের সখাদের সঙ্গে দেখা করব, আর ওরা তাদের হাতিয়ার তুলে আমাদের সঙ্গে শয্যাগমনের জন্য পাগল হয়ে উঠবে এবং তখনই সময় হবে তাদের প্রত্যাখ্যান করবার, আর আমি সুনিশ্চিত যে তখন তারা ঝটিতি শান্তি প্রতিষ্ঠা করে ফেলবে।

ল্যাম্পিটো ঃ হ্যাঁ, লোকে যেমন মেনেলেয়াসের কথা বলে, হেলেনের নিরাভরণ বক্ষ দেখে সে যেমন তার তরবারি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল, ঠিক সেই রকম।

ক্লিওনিসে ঃ কিন্তু যদি, যদি স্বামীরা আমাদের ফেলে রেখে চলে যায়?

লিসিসট্র্যাটা ঃ তাহলে, ফেরেকরাটিস যেমন বলেন, "কুকুর মেরে খাল ছাড়িয়ে" নিতে হবে আমাদের, ব্যস।

ক্লিওনিসে ঃ বাজে কথা। এইসব প্রবাদ বাক্য শুধু কথার কথা।----কিন্তু স্বামীরা যদি আমাদের নেহাৎ গায়ের জোরে বিছানায় টেনে নিয়ে যায়?

লিসিসট্র্যাটা ঃ তাহলে ওদের ইচ্ছার কাছে হার মানবে, কিন্তু চরম বিতৃষ্ণার সঙ্গে। ওরা যখন জোর করে ও কাজ করে তখন তারা তার মধ্যে কোন আনন্দ পায় না। তাছাড়া ওদের যন্ত্রণা দেবার হাজারো পথ আছে। না, না, কোন ভয় কোরো না। ওরা ওই খেলায় তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়বে। মেয়ে যদি তাতে সত্যিকার অংশ না নেয় তাহলে ওর মধ্যে পুরুষের কোন তৃপ্তি নেই।

ক্লিওনিসে ঃ ঠিক আছে, তুমি যদি মনে কর যে এইটেই একমাত্র উপায়, তাহলে আমরা রাজী।

লাম্পিটো ঃ আমরা না হয় আমাদের স্বামীদের একটা যথাযথ ও সন্মানজনক শান্তি চুক্তি করতে বাধ্য করলাম, কিন্তু এথেনীয় জনগণের কি হবে? ওদের যুদ্ধোন্মাদনা আমরা কি করে সারাবো?

লিসিসট্র্যাটা ঃ কিচ্ছু ভেবোনা, আমাদের লোকদের পাগলামি আমরা সারাবো।

লাম্পিটো ঃ অসম্ভব। যদ্দিন ওদের বিশ্বস্ত রণতরীগুলো আছে আর যদ্দিন দেবী এথেনীর মন্দিরে ওদের বিশাল রত্নভাণ্ডার সঞ্চিত থাকবে ততদিন কেউ তাদের যুদ্ধোন্মাদনা সারাতে পারবে না।

লিসিসট্র্যাটা ঃ কিন্তু তার ব্যবস্থাতো আমরা করে রেখেছি। আজই এ্যাক্রো-পোলিস আমাদের হাতে এসে যাচ্ছে। সে কাজের ভার দেয়া হয়েছে বয়োজ্যেষ্ঠাদের উপর। আমরা যেমন এখন এখানে এই সভার জন্য জমায়েত হয়েছি ওরাও তেমনি দেবীর দুয়ারে অর্ঘনৈবেদ্য অর্পণের ছল করে সেখানে চলেছে দুর্গ অধিকার করে নেবার জন্য।

লাম্পিটো ঃ চমৎকার! তাহলে তো সব কিছু সুন্দর এগিয়ে যাচ্ছে।

লিসিসট্র্যাটা ঃ এসো, লাম্পিটো, চট করে আমরা সবাই নিজেদেরকে অলঙ্ঘনীয় দুর্দম শপথের এক নিগড়ে বেঁধে নিই।

লাম্পিটো ঃ তুমি শর্ত উচ্চারণ কর, আমরা সবাই সেই শপথ নেবো।

লিসিসট্র্যাটা ঃ ঠিক আছে। আমাদের সিদীয়ান মহিলা পুলিশ কোথায় গেল? আর তুমি, তুমি হা করে কি দেখছো? আমাদের সামনে ঢালটা রাখো, ফাঁপা দিকটা উপরের দিকে উল্টে দাও। কেউ একজন গিয়ে বলির পশুর অন্ত্রগুলি নিয়ে এসো।

ক্লিওনিসে ঃ কি শপথ নেবো আমরা, লিসিসট্র্যাটা?

লিসিসট্র্যাটা: কি শপথ? কেন, এস্কাইলাসে দেখনি, মেষ উৎসর্গ করে একটা ছোট ঢালের উপর ঝুঁকে ওরা শপথ নিয়েছিল? আমরাও তাই করব।

ক্লিওনিসে: না, লিসিসট্র্যাটা, ঢাল দিয়ে আমরা নিশ্চয় শান্তির শপথ নিতে পারি না?

লিসিসট্র্যাটা: তাহলে কি করব বল?

ক্লিওনিসে: একটা সাদাঘোড়া নেয়া যাক। সেটা উৎসর্গ করে তার অন্ত্র ছুঁয়ে আমরা আমাদের শপথ নেবো।

লিসিসট্র্যাটা: কিন্তু সাদাঘোড়া পাবো কোথায়?

ক্লিওনিসে: তাহলে কি শপথ নেবো?

লিসিসট্র্যাটা: দাঁড়াও, আমার কথা শোন। মাটির ওপর আমরা মস্ত বড় একটা কালো গামলা রাখবো, তারপর তার মধ্যে একটা পূর্ণ চর্মপাত্রের থ্রেসীয় সুরা উৎসর্গ করে ঢেলে দেবো। এক বিন্দু জলও ওর সঙ্গে মিশ্রিত করব না। তার মাধ্যমেই আমরা আমাদের শপথ নেবো।

লাম্পিটো: আহ্, সে ভারী সুন্দর শপথের ব্যবস্থা হবে।

লিসিসট্র্যাটা: কই. একমশক মদ আর একটা গামলা নিয়ে এসো আমার কাছে।

ক্লিওনিসে: বাঃ, কি বিশাল গামলা! এটাকে নিঃশেষ করার মধ্যে মহা আনন্দ লুকিয়ে আছে গো।

লিসিসট্র্যাটা: গামলাটা মাটিতে নামিয়ে রাখো, তারপর তার গা স্পর্শ কর সবাই-----মহা শক্তিময়ী দেবী, পার্সুয়েশন এবং আনন্দ-উল্লাসের সুরাসঙ্গী, তুমি, এই পাত্র, আমাদের নৈবেদ্য এবং উৎসর্গীত অর্ঘ গ্রহণ কর, হতভাগ্য রমণীদের প্রতি সদয় হও।

ক্লিওনিসে: (লিসিসট্র্যাটা যখন গামলায় সুরা ঢালতে থাকে তখন) আহ্ কি চমৎকার লাল রক্ত! কেমন সুন্দরভাবে ঝরে পড়ছে!

লাম্পিটো: আর কি অপূর্ব পুষ্প সুষমা!

ক্লিওনিসে: আমাকে, ভাই, প্রথম শপথ নিতে দাও, কেমন?

লিসিসট্র্যাটা: আফ্রোদিতির শপথ, না, তা হবে না, যদি না লটারীতে তাই ঠিক হয়। লাম্পিটো, তুমি এগিয়ে এসো, সবাই এসো তোমরা, গামলা স্পর্শ কর সবাই, আর ক্লিওনিসে, আমার সঙ্গে সঙ্গে সবার হয়ে তুমি

শপথের পবিত্র শর্তাবলী উচ্চারণ কর। তোমরা সবাই এই প্রতিশ্রুতি পালনে শপথবদ্ধ হচ্ছ, মনে থাকে যেন। এবার বল---

প্রেমিক কিম্বা স্বামী কারো সঙ্গে আমার কোন কারবার থাকবে না-----

ক্লিওনিসে : (ম্রিয়মান কণ্ঠে) প্রেমিক কিম্বা স্বামী কারো সঙ্গে আমার কোন কারবার থাকবে না-------

লিসিসট্র্যাটা : যদি সে আমার কাছে উত্তুঙ্গশিশ্ন হয়ে আসে তবু-----

ক্লিওনিসে : যদি যে আমার কাছে উত্তুঙ্গশিশ্ন হয়ে আসে তবু---(হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে) ওহ্ লিসিসট্র্যাটা, এ আমি সইতে পারছি না।

লিসিসট্র্যাটা : (ওর আবেদনে কর্ণপাত না করে) আমি ঘরে বসে থাকব অনাহত যোনি-------

ক্লিওনিসে : আমি ঘরে বসে থাকব অনাহত যোনি----

লিসিসট্র্যাটা : কমলারঙের পোশাক পরে সুসজ্জিতা-----

ক্লিওনিসে : কমলা রঙের পোশাক পরে সুসজ্জিতা------

লিসিসট্র্যাটা : যেন আমার স্বামীকে আমি সুতীব্র কামনায় উদ্দীপ্ত করে তুলতে পারি।

ক্লিওনিসে : যেন আমার স্বামীকে আমি সুতীব্র কামনায় উদ্দীপ্ত করে তুলতে পারি।

লিসিসট্র্যাটা : আমি কখনো স্বেচ্ছায় সঙ্গমে মিলিত হব না-----

ক্লিওনিসে : আমি কখনো স্বেচ্ছায় সঙ্গমে মিলিত হব না----

লিসিসট্র্যাটা : আর যদি সে জোর করে মিলিত হয়-----

ক্লিওনিসে : আর যদি সে জোর করে মিলিত হয়------

লিসিসট্র্যাটা : তবে আমি থাকবো বরফের মত শীতল, একচুল নাড়াবো না আমার কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ------

ক্লিওনিসে : তবে আমি থাকবো বরফের মত শীতল, একচুল নাড়াবো না আমার কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ------

লিসিসট্র্যাটা : আমার পারসিক পাদুকাকে আমি উঁচু করে তুলে ধরবো না ছাদের দিকে------

ক্লিওনিসে ঃ আমার পারসিক পাদুকাকে আমি উঁচু করে তুলে ধরবো না ছাদের দিকে-----

লিসিসট্র্যাটা ঃ কিম্বা ছুরীর হাতলে খোদাই করা আনত সিংহের মতো অবস্থান নেবো না কিছুতেই।

ক্লিওনিসে ঃ কিম্বা ছুরীর হাতলে খোদাই করা আনত সিংহের মতো অবস্থান নেবো না কিছুতেই।

লিসিসট্র্যাটা ঃ এবং এই শপথ যদি আমি রক্ষা করি তবেই যেন এই সুরাপানের সৌভাগ্য আমার ঘটে।

ক্লিওনিসে ঃ (এবার একটু সবলকণ্ঠে) এবং এই শপথ যদি আমি রক্ষা করি তবেই যেন এই সুরাপানের সৌভাগ্য আমার ঘটে।

লিসিসট্র্যাটা ঃ আর যদি আমি তা ভঙ্গ করি তবে আমার এই পাত্র যেন শুধু জলে পূর্ণ হয়ে ওঠে।

ক্লিওনিসে ঃ আর যদি আমি তা ভঙ্গ করি তবে আমার এই পাত্র যেন শুধু জলে পূর্ণ হয়ে ওঠে।

লিসিসট্র্যাটা ঃ তোমরা সবাই এই শপথ করছো তো?

সবাই ঃ হ্যাঁ।

লিসিসট্র্যাটা ঃ তাহলে আমি এবার বাকীটুকু শেষ করবো। (পান করে)

ক্লিওনিসে ঃ (হাত বাড়িয়ে) হয়েছে, হয়েছে। বন্ধুত্ব পাকা করার জন্য এবার আমাদের সবাইকে একে একে পান করতে দাও!

(পানপাত্র হাতে হাতে ঘুরতে থাকে। সবাই সুরা পান করে। এমন সময় মঞ্চের বাইরে থেকে প্রচণ্ড হৈ চৈ এর শব্দ শোনা যায়)

লাম্পিটো ঃ শোনো! ওই চেঁচামেচির মানে কি?

লিসিসট্র্যাটা ঃ তোমাদের যে বলেছিলাম এটা হচ্ছে সেই ব্যাপার। মহিলারা এ্যাক্রোপোলিস দখল করে নিয়েছেন। কাজেই লাম্পিটো, এবার তুমি স্পার্টায় ফিরে গিয়ে আমাদের ষড়যন্ত্র সুসংগঠিত কর, আর তোমার সঙ্গীরা এখানেই থাকুক জিম্মি হিসেবে। আমরা সবাই এখন দুর্গে গিয়ে বাকী সকলের সঙ্গে মিলিত হব।

ক্লিওনিসে ঃ কিন্তু তোমার কি মনে হয় না যে পুরুষেরা দল বেঁধে আমাদের প্রতি-আক্রমণ করবে?

লিসিসট্র্যাটাঃ ওদের থোড়াই পরোয়া করি আমি। না আগুন, না ভীতি প্রদর্শনের মুখে, আমরা দরজা খুলবো। আমার শর্ত মেনে নিলেই শুধু দরজা খুলবে।

ক্লিওনিসেঃ আফ্রোদিতির শপথ, সত্যি সত্যি তাই করবো আমরা। নইলে সবাই আমাদের ধিক্কার দেবে কাপুরুষ আর হতভাগিনী বলে।

(লিসিসট্র্যাটার পেছন পেছন সে চলে যায়)

[দৃশ্যপট পরিবর্তিত হয় এ্যাক্রোপোলিসের প্রবেশ পথে। বৃদ্ধ পুরুষদের কোরাস দল ধীরে ধীরে মঞ্চে ঢোকে। তাদের কাঁধে জ্বালানি কাঠের বাণ্ডিল আর আগুনের ভাণ্ড]

বৃদ্ধ পুরুষদের কোরাস দলপতিঃ সাবধানে, ড্রাকাস, সাবধানে। ভারী জলপাই কাঠের চাপে তোমার কাঁধ বসে গেছে। কিন্তু তবু, এগিয়ে চল ভাই, সামনে এগিয়ে চল, এছাড়া কোন উপায় নেই আমাদের।

বৃদ্ধ পুরুষদের প্রথম অর্ধ কোরাস দলঃ (গানের সুরে) দীর্ঘ জীবনের নানা লগ্নে কী আশ্চর্য ঘটনাই না ঘটে! বল তো স্ট্রিমোডোরাস, কে এ রকম একটা ব্যাপার কল্পনা করতে পেরেছিল কোনদিন? আমাদের নারীরা, যারা আমাদের রুটি খেয়েছে, আমাদের বাড়ীতে বাস করেছে, তারা কিনা আজ দেবী মূর্তির গায়ে হাত দিচ্ছে, এ্যাক্রোপোলিস অধিকার করে নিচ্ছে জোর করে, আর দরজায় ছিটকিনি দিয়ে আমাদের ঢুকতে দিচ্ছে না তার মধ্যে?

বৃদ্ধ পুরুষদের কোরাস দলপতিঃ চল, ফ্লিলারগ্যাস, দ্রুত এগিয়ে চল। দুর্গের চারপাশে কাঠের স্তূপ সাজিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে চক্রান্তকারিণীদের পুড়িয়ে মারবো আমরা-ওদের সবাইকে—আর সর্বপ্রথম ও সবার আগে লাইকনের স্ত্রীকে।

বৃদ্ধ পুরুষদের দ্বিতীয় অর্ধ-কোরাস দলঃ (গানের সুরে) ডিমিটারের দোহাই সত্যি বলছি আমাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করতে আমি ওদের কখনো দেবনা, আমার শরীরে এক বিন্দু প্রাণ থাকতে নয়। প্রথম আমাদের এই দুর্গ অবরোধ করেছিল ক্লিওমেনেস নিজে; তাকেও চরম অগৌরবের মধ্যে রণে ভঙ্গ দিতে হয়েছিল, তার লাসিডেমোনীয় অহঙ্কার ধুলায় লুটিয়ে দিয়ে সব অস্ত্রশস্ত্র আমার কাছে সমর্পণ করে মাত্র এক কাপড়ে গুটি গুটি সরে পড়তে হয়েছিল এখান থেকে। ওঃ, কি দুরবস্থা যে হয়েছিল তার! ছেঁড়া

নোংরা শতছিন্ন জামা কাপড়; অবিন্যস্ত দাড়ির কী হাল! দীর্ঘ ছ' বছরে একবারও স্নান করেনি বেচারা।

বৃদ্ধ পুরুষদের দলপতি : ওহ্, সে একটা বিরাট মহান আক্রমণ ছিল বটে। এক সারির পেছনে আরেক সারি, এমনি সতেরো সারিতে আমাদের দল দুর্গের প্রবেশদ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে লড়েছিল সারাক্ষণ, নিদ্রার জন্যও স্থান ছেড়ে তারা যায়নি। আর এই রমণীরা, দেবতাদের শত্রু, ইউরিপাইডিসের শত্রু, এদের ঔদ্ধত্যের শাস্তি বিধানের জন্য আমি কিছু করব না? যদি না করি তবে তারা যেন আমার ম্যারাথনের বিজয় পদকগুলো সব তছনছ করে দেয়।

বৃদ্ধ পুরুষদের প্রথম অর্ধ কোরাস দল : (গানের সুরে) এই যে ভাই সব, মাত্র এই শেষ চড়াইটুকু রয়েছে। কষ্ট করে একটু উঠলেই আমরা চূড়ায় পৌঁছে যাবো। সত্যি বটে ভারবাহী পশুর দল ছাড়া কাজটা সহজ নয়। কাঠের ভারে আমার কাঁধ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। তবু, ভাইসব, এগিয়ে চলুন সবাই, আর আগুনে ফুঁ দিতে থাকুন। দেখবেন, আবার গন্তব্যস্থলে পৌঁছুতে পৌঁছুতে আপনাদের আগুন যেন নিভে না যায়। ফু! ফু! (নিজের আগুনের ভাণ্ডে ফুঁ দেয়) ওহ্, কী সাংঘাতিক ধোঁয়ারে বাবা!

বৃদ্ধ পুরুষদের দ্বিতীয় অর্ধকোরাস দল : পাগলা কুকুরের মত এই ধোঁয়া আমার চোখ কামড়ে ধরছে। এটা নিশ্চয় লেমনীয় আগুন, নইলে এমন ভাবে আমার চোখের পাতা খেয়ে নিতোনা। জলদি কর, ল্যাকেস। দেবীর সাহায্যে, চল, আমরা সবাই এগিয়ে যাই। এক্ষুণি একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে, নইলে কক্ষণো আর কিছু করা যাবে না। ফু, ফু! (আগুনে ফুঁ দেয়) উঃ কি মারাত্মক ধোঁয়া!

বৃদ্ধ পুরুষদের কোরাস দলপতি : দেবতাদের ধন্যবাদ, এই তো আমাদের আগুন গনগন করে জ্বলে উঠেছে। আচ্ছা, এখন আমাদের বোঝা এই খানে নামিয়ে রেখে, আঙ্গুর লতার ডাল ভেঙ্গে তাতে আগুন ধরিয়ে প্রথমে সেগুলি দুর্গাদ্বারের গায়ে ছুঁড়ে মারি না কেন? আমাদের এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ওরা যদি দরজা না খোলে তখন দরজার কাঠে আগুন ধরিয়ে ধোঁয়ায় ওদের শ্বাসরুদ্ধ করে মারবো। উঃ কী সাংঘাতিক ধোঁয়া! কই হে, কোন সিমিয়ান সেনাধ্যক্ষ নেই যে আমার কাঁধ থেকে বোঝাটা নামাতে একটু সাহায্য করতে পারে? নাঃ, আর কাঁধটাকে জখম করে লাভ নেই। (কাষ্ঠখণ্ডের বোঝা নামিয়ে রাখে) এসো অগ্নিশিখা, প্রজ্বলিত

হও দাউ দাউ করে। আমি একটা কাষ্ঠখণ্ড জ্বালিয়ে নিয়ে প্রথম আঘাত হানতে চাই। স্বর্গীয় বিজয়ের দেবতা, আপনি আমার সহায় হোন। এই উদ্ধত নারীরা যারা আমাদের দুর্গ অবরোধ করেছে তাদের যেন আমরা উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারি। আমাদের উদ্যোগকে আপনি সার্থক করুন। (ওরা একটা অগ্নিকুণ্ড নির্মাণ করতে শুরু করে। এমন সময় রমণীদের কোরাস প্রবেশ করে। তাদের হাতে ও মাথায় জলের পাত্র)

মহিলা কোরাস দলনেত্রী : ওঃ, ভগ্নিগণ, আমার মনে হয় আমি আগুন আর ধোঁয়া দেখছি। একি কোন দাবানল? চল, যত দ্রুত সম্ভব এগিয়ে চল।

মহিলাদের প্রথম অর্ধকোরাস : (গানের সুরে) তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি ছুটে চল, নিকোডিসে। ওই শয়তান বুড়োগুলো আর তাদের নির্মম আইন কানুন কালিসে এবং কিটিলেকে আগুনে পুড়িয়ে মারবার আগে ছুটে চল। হায়, হায়, আমি কি বড্ড দেরীতে এলাম? সেই কোন সকালে উঠে ঝরণার ধারে এই পাত্রটি জলে পূর্ণ করতে কী কষ্টই না আমাকে করতে হয়েছে! অসম্ভব ভিড় হয়েছিল সেখানে, আর কি হৈ চৈ! জলের পাত্রগুলি কী যে ঝন ঝন ঢং ঢং শব্দ করছিল। চাকরানী আর বাঁদীদের ধাক্কায় আমি নাজেহাল হয়ে গিয়েছিলাম। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত পূর্ণ জল পাত্র নিয়ে এই তো আমি এখন এখানে, আর এই জল নিয়ে আমি ছুটে চলেছি আমার সঙ্গী মহিলা নাগরিকদের রক্ষা করার জন্য, যাদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার ফন্দী করেছে আমাদের শত্রুরা ।

মহিলাদের দ্বিতীয় অর্ধ কোরাস : (গানের সুরে) খবর পেলাম এইমাত্র যে একদল শ্বেতশ্মশ্রু থুত্থুরে বুড়ো নাকি প্রকাণ্ড কাঠের বোঝা নিয়ে এদিকে এগিয়ে আসছে, ভাবখানা যেন কোন চুল্লীতে আগুন ধরাবে। তাদের মুখে আমাদের বিরুদ্ধে সাংঘাতিক সব ভয় দেখানো উক্তি, আমাদের এই জঘন্য মহিলাদের নাকি ওরা পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। দেবী, তুমি ওদের সহ্য কোর না! তোমার দয়ার মাহাত্ম্যে এথেন্স আর গ্রীসকে তুমি তাদের নির্বোধ যুদ্ধোন্মাদনার অভিশাপ থেকে মুক্ত কর। সেই উদ্দেশ্যেই, ওগো আমাদের নগরীর রক্ষাকর্ত্রী দেবী, স্বর্ণমুকুট পরিহিতা, এই মহিলারা তোমার দুর্গ অধিকার করে নিয়েছে আজ। এথেনী, তাদের সহায় হও তুমি। যদি কোন দিন পুরুষ তাদের দিকে প্রজ্বলিত কাষ্ঠখণ্ড ছুঁড়ে মারে তবে আমরা যেন সেই আগুন নির্বাপিত করতে জল নিয়ে দ্রুত ছুটে যেতে পারি সে চেষ্টায় তুমি আমাদের সাহায্য কর।

মহিলা কোরাস দলনেত্রী ঃ একি দেখছি আমি, হতভাগা বুড়োর দল? যে কুৎসিত কাজ তোমরা করছ তাতে তো তোমাদের কিছুতেই সৎ ও পুণ্যবান ব্যক্তি মনে করা যেতে পারে না।

বৃদ্ধ পুরুষদের কোরাস দলপতি ঃ বাঃ, এযে নতুন জিনিস! দুর্গদ্বার রক্ষা করার জন্য একদল রমণী এসে বাইরে অবস্থান নিয়েছে!

মহিলা কোরাস দলনেত্রী ঃ আমাদের উদ্দেশ্যে বাতকর্ম করছো, এ্যা? আমাদের বিশাল এক দল মনে হচ্ছে না? অথচ আমাদের হাজার ভাগের এক ভাগও তোমরা দেখনি।

বৃদ্ধ পুরুষদের কোরাস দলপতি ঃ ওহে ফিড্রিয়াস, ওদের কলকলানি থামিয়ে দেবো নাকি? পিঠে ঘা কতক লাগিয়ে দেয়া যাক, কি বল?

মহিলা কোরাস দলনেত্রী ঃ শোনো, জলের পাত্রগুলো মাটিতে নামিয়ে রেখে একটু সরে দাঁড়ানো যাক, ওরা হয়তো আক্রমণ করবে আমাদের।

বৃদ্ধ পুরুষদের কোরাস দলপতি ঃ কই হে, ওরা বুপালুসের যে অবস্থা করেছিল, তেমনি ভাবে তোমাদের একজন কেউ গিয়ে ওদের দু-তিনটা দাঁত খসিয়ে দাও না? তখন আর এত চেঁচাবে না।

মহিলা কোরাস দলনেত্রী ঃ এসো তাহলে। ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা এখানে! তোমাদের অণ্ডকোষ আঁকড়ে ধরবার জন্য কোন হারামজাদীকে আর তোমরা কোনদিন পাবে না।

বৃদ্ধ পুরুষদের কোরাস দলপতি ঃ চুপ কর, নইলে পিটিয়ে জান খতম করে দেব!

মহিলা কোরাস দলনেত্রী ঃ দেখ, স্ট্রাটিলিসকে আঙুলের ডগা দিয়ে শুধু একটু ছুঁয়েই দেখ না, তোমার কি হাল করি?

বৃদ্ধ পুরুষদের কোরাস দলপতি ঃ আর আমি যদি ঘুষি মেরে তোমাকে ছাতু বানিয়ে দিই তা হলে কি করবে?

মহিলা কোরাস দলনেত্রী ঃ আমি দাঁত দিয়ে তোমার নাড়িভুড়ি আর ফুসফুস টেনে টুকরো টুকরো করে ছিন্ন ভিন্ন করে দেব।

বৃদ্ধ পুরুষদের কোরাস দলপতি ঃ আহ্. কী বুদ্ধিমান এই কবি ইউরিপাইডিস, রমণী যে সবচাইতে নির্লজ্জ প্রাণী কী চমৎকার করে সে কথা তিনি বলেছেন!

মহিলা কোরাস দলনেত্রী ঃ রোডিপ্পে, এসো, আবার জলপাত্র গুলো তুলে নিই।

বৃদ্ধ পুরুষদের কোরাস দলপতি ঃ এই শয়তান মেয়েরা, এখানে জল দিয়ে কি করতে চাও তোমরা?

মহিলা কোরাস দলনেত্রী ঃ এই হাভাতে মড়ার দল, এখানে ,আগুন দিয়ে কি করতে চাও তোমরা? নিজেদের পুড়িয়ে মারবে নাকি?

বৃদ্ধ পুরুষদের কোরাস দলপতি ঃ অগ্নিকুণ্ড বানিয়ে তোমার সব মেয়ে বন্ধুদের আমি এখানে রোস্ট করব।

মহিলা কোরাস দলনেত্রী ঃ আর আমি—আমি সে আগুন নিভিয়ে ফেলব।

বৃদ্ধ পুরুষদের কোরাস দলপতি ঃ তুমি? তুমি আমার আগুন নেভাবে?

মহিলা কোরাস দলনেত্রী ঃ হ্যাঁ, শিগগিরই সেটা দেখতে পাবে।

বৃদ্ধ পুরুষদের কোরাস দলপতি ঃ এই আগুন দিয়ে কেন যে আমি তোমাকে পুড়িয়ে মারছিনা বুঝতে পারছি না।

মহিলা কোরাস দলনেত্রী ঃ তোমার গায়ের দুর্গন্ধ ময়লা সাফ করার জন্য আমি তোমার স্নানের ব্যবস্থা ঠিক করে রাখছি গো।

বৃদ্ধ পুরুষদের কোরাস দলপতি ঃ আমার স্নানের ব্যবস্থা, হতচ্ছাড়ী বদমাশ?

মহিলা কোরাম দলনেত্রী ঃ হাঁ, গো, বিয়ের স্নান, হি—হি—হি—হি।

বৃদ্ধ পুরুষদের কোরাস দলপতি ঃ (দলের অন্যদের দিকে ফিরে তাকিয়ে) শুনলে তোমরা? ঔদ্ধত্য কতটুকু বেড়েছে দেখলে?

মহিলা কোরাস দলনেত্রী ঃ শুনে রাখো, আমি স্বাধীন জেনানা।

বৃদ্ধ পুরুষদের কোরাস দলপতি ঃ ভয় নেই, তোমার চোপা আমি বন্ধ করছি।

মহিলা কোরাস দলনেত্রী ঃ আহ্হা! আর তোমাকে কোন দিন হেলিয়াস্টদের মধ্যে আসন গ্রহণ করতে হবে না।

বৃদ্ধ পুরুষদের কোরাস দলপতি ঃ (তার মশালের উদ্দেশ্যে) বেটীর চুল পুড়িয়ে দে!

মহিলা কোরাস দল নেত্রী ঃ (তার পাত্রের উদ্দেশ্যে) একিলোউস, তোমার কর্তব্য পালন কর! (রমণীর দল তাদের জলের পাত্র উপুড় করে ফেলে দেয়—বুড়োদের উপর)

বৃদ্ধ পুরুষদের কোরাস দলপতি ঃ ওহ বাবা গো! ওহ বাবা গো!

মহিলা কোরাস দলনেত্রী ঃ কিগো, গরম নাকি!

বৃদ্ধ পুরুষদের কোরাস দলপতি ঃ গরম! উরেঃ বাবা, যথেষ্ট যথেষ্ট!

মহিলা কোরাস দলনেত্রী ঃ তোমার গায়ে একটু জল ঢাললাম যেন আবার সতেজ সুন্দর হয়ে প্রস্ফুটিত হতে পারো সেই জন্য গো!

বৃদ্ধ পুরুষদের কোরাস দলপতি ঃ ওহ্ গেছি আমি। শীতে কাঁপুনি ধরে গেল আমার!

(কয়েকজন সীদিয়ান পুলিশসহ একজন ম্যাজিস্ট্রেট প্রবেশ করে)

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ এই মেয়েগুলি কি এখনো যথেষ্ট হৈ হল্লা করে নি? গত সংসদ দিবসে আমি বক্তৃতা শুনছিলাম। ডিমোসট্রেটাস, জাহান্নামে যাক ব্যাটা, বলেছিলো যে আমাদের সবাইকে সিসিলি যেতে হবে। আর জানো তখুনি তার বউ নাচতে নাচতে বিলাপ আরম্ভ করলো "হায় হায়, এ্যাডোনিস, আমার বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে, এ্যাডোনিস"। ডিমোসট্রেটাস বলেছিলো যে জাকিনথাস থেকে আমাদের বাধ্যতামূলক ভাবে সৈনিক সংগ্রহ করতে হবে। আর তক্ষুণি আবার তার বউ, তখন সুরা পান করে প্রায় অর্ধ মাতাল, চেঁচিয়ে পাড়ামাত করে দিল, "কাঁদো, এ্যাডোনিসের জন্য কাঁদো"। আর ওইদিকে ওই পাগলা ষাঁড় তার নিজের উচ্চকণ্ঠ চীৎকার সমানে চালিয়ে গেল। এই মেয়েরা, এরকম উচ্ছৃঙ্খল হট্টগোলের জন্য তোমাদের লজ্জা করছে না?

বৃদ্ধ পুরুষদের কোরাস দলপতি ঃ ওদের উদ্ধত নষ্টামীর সবটুকুতো আপনি এখনো জানেন না! ওরা আমাদের গালাগাল করেছে, অপমান করেছে, জল ঢেলে আমাদের আপাদমস্তক ভিজিয়েছে, আর এই দেখুন না, জামা-কাপড় খুলে এখন আমরা তা নিংড়াতে শুরু করেছি, যেন পেচ্ছাব করে সবাই কুকর্ম করে ফেলেছি!

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ পসিডনের শপথ, ভালোই হয়েছে! ওদের কুকর্মের দোষের ভাগী আমাদেরই হতে হবে। আমরাই তাদেরকে সব রকম হৈ হল্লা আর উচ্ছৃঙ্খলতা শেখাই, তাদের মনের মধ্যে কুকর্মের বীজ বপন করি। এই তো, জনৈক স্বামী প্রবর দোকানে গিয়ে বলবেন, এই যে স্বর্ণকার ভাই, আমার বউর জন্য যে হার গড়ে দিয়েছিলে মনে আছে? সেদিন রাতে ও যখন নাচছিল তখন হারের আংটাটা খুলে গেল। আর আমাকে এক্ষুণি সালামিসে চলে যেতে হচ্ছে। আজ রাতে একটু সময় করে গিয়ে ওর হারটা দেখে ঠিক করে দিয়ে আসতে পারবে? আরেকজন হয়ত

গেলেন চর্মকারের কাছে, বিশালদেহী মস্ত জোয়ান এক ব্যাটা, লম্বা বিরাট তার যন্ত্র. তাকে গিয়ে জানালেন, আমার স্ত্রীর স্যাণ্ডালের একটা ফিতা তার কড়ে আঙ্গুলের উপর চাপ দিয়ে ওকে বড় কষ্ট দিচ্ছে। আজ দুপুরের দিকে এসে ওটাকে একটু ঢিলে করে দিও, কেমন? আর এখন ফলাফল দেখ! আমার কথাই ধরনা কেন, একজন ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে আমার নিজের নির্ধারিত মাঝিমাল্লা আছে, তাদের বেতন দেবার জন্য আমার টাকার দরকার, আর মেয়েরা আমার মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেয়! কিন্তু আমরা এখানে বুকের উপর হাত বেঁধে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি কেন? একটা শাবল নিয়ে এসো একজন। আমি তাদের ঔদ্ধত্যের জবাব দেবো। এই যে শ্রীমান! (সীদিয়ান একজনকে লক্ষ্য করে) ওখানে কাউয়াগুলির দিকে ওরকম হা করে তাকিয়ে কি দেখছো? কি, শুঁড়িখানার তল্লাস করছো নাকি? এসো, খন্তিশাবল সব নিয়ে এদিকে এসো, জোর করে দরজা খোল। এসো, আমি নিজেই হাত লাগাচ্ছি।

লিসিসট্র্যাটা : (দরজা খুলে সামনে বেরিয়ে এসে) দরজা ভাঙ্গার কোন দরকারনেই। আমিই বাইরে আসছি। এই যে আমি। খন্তা-শাবলের দরকার কি? এখানে আমাদের যা দরকার তা খন্তা-শাবল আর তালা-চাবি নয়, বরং সাধারণ কাণ্ড জ্ঞান।

ম্যাজিস্ট্রেট : (একটু বিব্রত সন্ত্রস্ত হয়ে লাফিয়ে ওঠেন, তারপর পৌরুষের সঙ্গে নিজের গাম্ভীর্য আঁকড়ে ধরে) তাই নাকি! কই আমার অফিসার কোথায়? এই মেয়েকে এক্ষুনি পেছনে হাতমোড়া করে বেঁধে ফেলতে হবে।

লিসিসট্র্যাটা : কুমারীদেবী আর্টেমিসের দোহাই, আমার গায়ে যদি কেউ আঙ্গুলের ডগাটি ছোঁয়ায় তাহলে সে সরকারী কর্মচারী হোক বা না হোক তার দশা আমি কি করি দেখবেন!

(ভয়ে প্রথম সীদিয়ান তার কাপড় খারাপ করে ফেলে)

ম্যাজিস্ট্রেট : (অন্য আরেকজন অফিসারকে) কী ব্যাপার, ভয় পেয়ে গেলে নাকি? ভালো করে জড়িয়ে ধরো ওকে. আমি বলছি। দুজন একসঙ্গে এগিয়ে যাও!

ক্লিওনিসে : প্যান্ড্রোসাসের দোহাই, ওর গায়ে যদি হাত দাও তবে আমি তোমাকে আমার পায়ের নীচে পিষে তোমার হাঁয়ে থেঁৎলে দেব!

(ভয়ে দ্বিতীয় সীদিয়ান তার কাপড় খারাপ করে ফেলে)

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ এঃ কী নোংরা করে ফেললো জায়গাটা। আর অফিসাররা কোথায় গেল? (তৃতীয় সীদিয়ানকে লক্ষ্য করে) অমন চমৎকার ভাষায় যে কথা বলল আগে সেই শয়তানীটাকে বাঁধ।

মিরহাইনে ঃ ফিধির দোহাই, যদি ওকে তুমি একটা আঙুল দিয়েও স্পর্শ কর তবে তার সঙ্গে একজন ডাক্তারকেও ডেকে নিও যেন।

(ভয়ে তৃতীয় সীদিয়ান কাপড় খারাপ করে ফেলে)

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ আরে, হ'লটা কি? আর অফিসার কোথায়? (চতুর্থ সীদিয়ানের উদ্দেশ্যে) পাকড়াও ওকে! দাঁড়াও, আমি তোমাদের সব পাগলামী খতম করছি!

ক্লিওনিসে ঃ আর্টেমিসের শপথ নিয়ে বলছি, যদি তার কাছে যাও তবে যতই চেঁচাও না কেন আমি তোমার মাথার চুল উপড়ে ফেলব।

(ভয়ে চতুর্থ সীদিয়ান কাপড় খারাপ করে ফেলে)

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ কি পোড়াকপাল আমার! আমার নিজের কর্মচারীরা আমাকে ত্যাগ করে গেল। ওহে, তবে কি এক দঙ্গল মেয়ে মানুষ আমাদের হটিয়ে দেবে? কোথায় আমার সীদিয়ান বাহিনী, সবাই সুসংগঠিত হয়ে এক-জোটে এগিয়ে চল সামনের দিকে।

লিসিসট্র্যাটা ঃ দোহাই দেবীদের, মনে রাখবেন আপনাদেরকে পুরো চার কোম্পানী মহিলা বাহিনীর মোকাবিলা করতে হবে, আর তারা যুদ্ধের জন্য তৈরী, অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিতা।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ এগিয়ে চল, সীদিয়ান দাস, ওদের বেঁধে ফেল!

(সীদিয়ানরা অনিচ্ছুকভাবে সামনে অগ্রসর হয়)

লিসিসট্র্যাটা ঃ বীরাঙ্গনা বোনেরা আমার, এগিয়ে চল! যারা শস্য আর ডিম, রসুন আর তরিতরকারী বিক্রী এবং সরবরাহ কর, যারা সরাইখানা আর রুটির দোকান চালাও, এসো আমার সেই বোনেরা, এগিয়ে চল, আঘাত হানো, ছিঁড়ে হেঁচড়ে টেনে টুকরো টুকরো করে ফেল। এসো, চুটিয়ে অপমান করে গালাগাল দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়। (সীদিয়ানদের মার দেয়, ওরা দ্রুত পিছু হটে) ব্যস, ব্যস, যথেষ্ট হয়েছে। এবার চলে এসো। পরাজিতের উপর কখনো হামলা কর না। (মহিলারা পিছনে সরে আসে)

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ কী দুর্ভাগ্য আমার অফিসারদের!

লিসিসট্র্যাটা ঃ আহ্ হা! আপনি বুঝি ভেবেছিলেন যে এক দঙ্গল ক্রীতদাসীর সঙ্গে আপনাকে বুঝতে হবে! মুক্ত স্বাধীন রমণীদের বুকে যে কী প্রচণ্ড সাহস তার খবর আপনি রাখেন নি।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ সাহস! এ্যাপোলোর দোহাই, সাহস বটে! বিশেষ করে সুরার পাত্রের ক্ষেত্রে!

বৃদ্ধ পুরুষদের কোরাস দলপতি ঃ জনাব, জনাব! কথায় কি চিড়ে ভিজবে? এ ধরনের বুনো জানোয়ারদের সঙ্গে কথা বলা অর্থহীন। এই মাত্র কিভাবে আমাদের ধোলাই দিলো তা দেখেননি? তাও খুব সুগন্ধি সাবান দিয়ে নয়!

মহিলা কোরাস দলনেত্রী ঃ তা তোমরা কি আশা করছিলে? আমাদের বিরুদ্ধে হামলা চালানোই তোমাদের ঠিক হয়নি। আবার যদি নতুন করে শুরু কর তবে আমি তোমার চোখ উপড়ে নেবো! ঘরের কোণায় শান্ত মিষ্টি মেয়ের মতো চুপচাপ থাকাতেই আমার আনন্দ। কাউকে বিন্দুমাত্র আঘাত দিতে চাইনা আমি। ঘর ছেড়ে দশ কদম দূরেও যেতে চাইনা আমি। কিন্তু সাবধান, ভীমরুলের চাকে হাত দিতে যেও না!

বৃদ্ধ পুরুষদের কোরাস দল ঃ (গানের সুরে) হে দেবগণ! কেমন করে এইসব ভীষণ হিংস্র প্রাণীদের সঙ্গে এঁটে উঠবো আমরা? এ অসহ্য! কিন্তু এই দুর্বিসহ অবস্থা কেন ঘটলো তার হদিস করা যাক আগে। এ্যাক্রোপোলিসের দুর্গম পর্বতচূড়ায় অবস্থিত ক্র্যানাসের মন্দির কেন তারা দখল করে নিল?

বৃদ্ধ পুরুষদের কোরাস দলপতি ঃ (ম্যাজিস্ট্রেটকে লক্ষ্য করে) ওদের জিজ্ঞাসাবাদ করুন। সাবধানে। যা বলে সবই নির্বিচারে বিশ্বাস করে নেবেন না। এ রহস্যের মর্মোদ্ধার করতে না পারলে ভয়ানক ত্রুটি হবে আমাদের।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ (মহিলাদের লক্ষ্য করে) তোমরা কেন দরজা বন্ধ করে রেখেছ আমি প্রথমে তোমাদের সেকথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।

লিসিসট্র্যাটা ঃ খাজাঞ্চিখানা দখল করার জন্য। টাকা নেই আর, যুদ্ধও নেই আর।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ তাহলে টাকাই হচ্ছে যুদ্ধের কারণ?

লিসিসট্র্যাটা ঃ যুদ্ধের এবং আমাদের অন্য সব বিপত্তিরও। পিসাণ্ডার এবং অন্যান্য দুষ্কৃতিকারীরা সারাক্ষণ বিপ্লব করতো শুধু চুরি করার পথ

পরিষ্কার করার জন্যে। খুব ভালো কথা। কিন্তু এখান থেকে তারা এক কানাকড়িও পাবে না।

ম্যাজিস্ট্রেটঃ তাহলে এখন তোমরা কি করবে ঠিক করেছো?

লিসিসট্র্যাটাঃ আপনি সেকথা জিজ্ঞাসা করছেন? কেন, এখন থেকে আমরাই খাজাঞ্চিখানা পরিচালনা করব।

ম্যাজিস্ট্রেটঃ কি?

লিসিসট্র্যাটাঃ এতে অবাক হবার কি আছে? সংসারের সব খরচপাতির দেখাশোনা আমরা করিনা?

ম্যাজিস্ট্রেটঃ কিন্তু সেটা আর এটাতো এক কথা নয়।

লিসিসট্র্যাটাঃ কেন? এক কথা নয় কেন?

ম্যাজিস্ট্রেটঃ খাজাঞ্চিখানা যুদ্ধের খরচ যোগায়।

লিসিসট্র্যাটাঃ সেইটেই আমাদের প্রথম নীতি, যুদ্ধ নয়।

ম্যাজিস্ট্রেটঃ কি বললে? নগরীর নিরাপত্তার কি হবে?

লিসিসট্র্যাটাঃ আমরা তার ব্যবস্থা করব।

ম্যাজিস্ট্রেটঃ তোমরা?

লিসিসট্র্যাটাঃ হ্যাঁ। আমরা।

ম্যাজিস্ট্রেটঃ কী কাণ্ড!

লিসিসট্র্যাটাঃ হ্যাঁ। আপনাদের মনঃপূত হোক কিম্বা না হোক, আমরাই আপনাদের রক্ষা করব।

ম্যাজিস্ট্রেটঃ ওহ্‌, কী অসহ্য ঔদ্ধত্য!

লিসিসট্র্যাটাঃ খুব বিরক্ত হচ্ছেন মনে হচ্ছে! কিন্তু উপায় নেই, এটা করতেই হবে।

ম্যাজিস্ট্রেটঃ কিন্তু এতো চরম অন্যায়।

লিসিসট্র্যাটাঃ (বিরক্তির সাথে) আরে, বাবা, আপনাদের আমরা বাঁচাতে চাইছি।

ম্যাজিস্ট্রেটঃ কিন্তু আমি যদি বাঁচতে না চাই?

লিসিসট্র্যাটাঃ সেই জন্যই তো আরো বেশী দরকার।

ম্যাজিস্ট্রেট: আমি ভাবতেও পারছিনা। শান্তি আর যুদ্ধের বিষয় নিয়ে তোমরা মাথা ঘামাবে?

লিসিসট্র্যাটা: আমাদের পরিকল্পনার কথা আপনাকে বুঝিয়ে বলছি।

ম্যাজিস্ট্রেট: তাহলে তাড়াতাড়ি কর, নইলে (তাকে আঘাত করার ভঙ্গী করে)

লিসিসট্র্যাটা: (কঠোর কণ্ঠে) শুনুন, দয়া করে এক চুলও নড়বেন না।

ম্যাজিস্ট্রেট: (অক্ষম রোষে ফুলতে ফুলতে) অসহ্য! অসহ্য! মেজাজকে আমি আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছি না।

মহিলা কোরাস দলনেত্রী: তাহলে নিজেদের অবস্থার দিকে একটু লক্ষ্য করুন। আমাদের চাইতে আপনাদেরই ভয়ের কারণ বেশী।

ম্যাজিস্ট্রেট: তোমার বকবকানি থামাও তো, বুড়ী। (লিসিসট্র্যাটাকে লক্ষ্য করে) এখন বল তোমার কি বলার আছে।

লিসিসট্র্যাটা: সানন্দে বলছি। যতদিন ধরে যুদ্ধ চলেছে আমরা নীরবে আপনাদের, পুরুষদের, সব কীর্তিকলাপ সহ্য করেছি। আপনারা আমাদের মুখ খুলতে দেননি একবারও। আমরা খুশী হতে পারিনি, কারণ কি ঘটছিলো তা আমরা জানতাম। প্রায়ই বাড়ীতে আপনারা যুদ্ধের গতি প্রকৃতি নিয়ে তুমুল আলাপ আলোচনা করতেন। তারপর বেদনার্ত চিত্তে কিন্তু মুখে হাসি ফুটিয়ে আমরা জিজ্ঞাসা করতাম, "কি হল, আজ সংসদে কি শান্তির সপক্ষে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে?" আর তক্ষুণি স্বামী সাহেব ধমকে উঠতেন, "আঃ চুপ কর। নিজের চরকায় তেল দিতে পারোনা?" আর আমরা তখন নীরব হয়ে যেতাম।

ক্লিওনিসে: আমি হলে কিন্তু চুপ করতাম না।

ম্যাজিস্ট্রেট: তাহলে মার দিয়ে তোমাকে চুপ করানো হত।

লিসিসট্র্যাটা: যাই হোক, আমি চুপ করে যেতাম। আর অল্পকালের মধ্যেই আমি জেনে ফেলতাম যে আপনারা এবার আগের চাইতেও নির্বোধ এবং অর্বাচীন নতুন কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তখন আমি বলে উঠতাম, "আচ্ছা, কি করছো তোমরা? এরপর নতুন কি পাগলামি করবে?" আর আমার স্বামীপ্রভু আমার পানে অপাঙ্গে তাকিয়ে শুধু বলতেন, "নিজের কাজে মন দাও, নইলে খামোখা মার খেয়ে মরবে। যুদ্ধ হচ্ছে পুরুষদের ব্যাপার।"

ম্যাজিস্ট্রেট : চমৎকার! ঠিকই বলেছে।

লিসিসট্র্যাটা : চমৎকার? আপনাদের নির্বুদ্ধিতা প্রতিরোধ করতে না দেয়াটাই ছিল একটা ভীষন খারাপ ব্যাপার। এর উপর শিগগিরই আমরা শুনলাম যে আপনারা সদর রাস্তায় চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করছেন, "এথেন্সে কি আর একজনও পুরুষ বাকী নেই?" আর উত্তর হত "না. না, আর একজনও অবশিষ্ট নেই।" আর তখনই আর দেরী না করে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমাদেরকেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে গ্রীসকে রক্ষা করতে হবে। কান খোলা রেখে এখন আমাদের সুপরামর্শ শুনুন এবং চুপ করে থাকুন। এখনো হয়তো আমরা পরিস্থিতির উন্নতি সাধন করতে পারবো।

ম্যাজিস্ট্রেট : তোমরা পরিস্থিতির উন্নতি সাধন করবে? উঃ! আর পারা যায় না! এদের ঔদ্ধত্য সব সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

লিসিসট্র্যাটা : এক দম চুপ করুন!

ম্যাজিস্ট্রেট : নেকাব পরা কারো কথা শোনার আগে আমার যেন হাজার বার মরণ হয়!

লিসিসট্র্যাটা : এইটেই যদি আপনার সমস্যা হয় তবে এই নিন আমার নেকাব। এবার এটা মুখে মাথায় জড়িয়ে নিয়ে চুপ করে থাকুন।

ক্লিওনিসে : আর এই ঝুড়িটাও নিন। তারপর একটা গার্ড্‌ল্‌ পরে উল বুনুন আর সীমের বীচি চিবুতে থাকুন। এখন থেকে যুদ্ধ হবে মেয়েদের ব্যাপার।

মহিলা কোরাস দলনেত্রী : তোমাদের জলের পাত্রগুলো সরিয়ে রাখো. আমরা এগুলি পাহারা দেব। আমাদের বন্ধু আর সংগী-সাথীদের সব রকম সাহায্য দান করব আমরা।

মহিলা কোরাস দল : (গানের সুরে) আমার কথা যদি বল, তবে নাচে আমার ক্লান্তি আসবে না কোন দিন, শ্রান্তিতে পা আমার শ্লথ হবেনা কখনো। প্রকৃতি আমার মিত্রদের উপর উদার হস্তে ঢেলে দিয়েছে সাহস, বুদ্ধিমত্তা, সদগুন এবং মর্যাদাবোধ। তাদের প্রাজ্ঞ উদ্দীপনাই রাষ্ট্রকে রক্ষা করবে, এবং তাদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশে আমি পিছপা হব না একটুও।

কোরাস দলনেত্রী : হে আমার সুকন্যা সাহসিকা লিসিসট্র্যাটা, হে আমার প্রিয় বন্ধুগণ, তোমাদের ক্রোধের শিখাকে স্তিমিত হতে দিও না কিছুতেই। ভাগ্যলক্ষ্মী আমাদের অনুকূলে।

লিসিসট্র্যাটা ঃ স্নিগ্ধ কোমল প্রেমের দেবী, মিষ্টি মধুর সিপ্রীয় সম্রাজ্ঞী, আমাদের জানু আর স্তনযুগলে সঞ্চারিত কর চিত্তহরা মোহনমায়া। পুরুষদের যদি আমরা এমন কামনায় উদ্দীপ্ত করতে পারি যে তারা লাঠির মত শক্ত হয়ে দাঁড়াবে, তাহলে নিঃসন্দেহে সারা গ্রীসে শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী হিসেবে আমাদের স্বীকৃতি ছড়িয়ে পড়বে।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ সেটা কেমন করে হবে দয়া করে বলবেন কি?

লিসিসট্র্যাটা ঃ আর আপনাদের বর্শা হাতে নিয়ে পাগলের মত হাটে বাজারে আমরা ছোটাছুটি করতে দেখতে চাইনা। সেই হবে প্রথম পদক্ষেপ।

ক্লিওনিসে ঃ তাতেই অন্ততঃ খানিকটা লাভ হবে।

লিসিসট্র্যাটা ঃ এখন তো যখনই পুরুষদের সাক্ষাৎ মেলে তখনই তাদের দেখি আপাদমস্তক অস্ত্রসজ্জিত।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ সাহসী পুরুষের পক্ষে তাইতো স্বাভাবিক।

লিসিসট্র্যাটা ঃ কিন্তু ওই উদ্ভট বেশে মাথায় শিরস্ত্রান পরে বাজারে মাছ কিনতে আসাটা যে কী হাস্যকর কাণ্ড!

ক্লিওনিসে ঃ সেদিন আমি একজনকে দেখলাম ঘোড়ার পিঠে চড়ে বাজারে এসে এক বুড়ীর কাছ থেকে পানীয় কিনে তার শিরস্ত্রানে ঢেলে চকচক করে তা পান করছে। একজন থ্রেশীয় যোদ্ধাও ছিল সেখানে। নাটকের অভিনেতার মত সে তার বর্শা ঘোরাচ্ছিল চারদিকে। এক বেচারা ভাল-মানুষের বেটী ডুমুর বিক্রী করছিল, সে তার কাণ্ডকারখানা দেখে ভয়ে অস্থির, আর ওই যোদ্ধাটি গপগপ করে তার সবচাইতে পাকাফলগুলি গিলে চলেছিলো!

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ কিন্তু সমগ্র গ্রীসে তোমরা কিভাবে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করবে সেটা একটু বুঝিয়ে বলবে কি?

লিসিসট্র্যাটা ঃ এর চাইতে সোজা কাজ দুনিয়ায় আর কিছু নেই।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ বুঝিয়ে বল, আমার ঔৎসুক্য আর বাঁধ মানছে না।

লিসিসট্র্যাটা ঃ আমরা যখন সুতার গুলি পাকাই তখন প্যাঁচ লেগে গেলে কি করি? একবার উপরে, একবার নীচে, একবার এপাশে, একবার ওপাশে, এমনি করে চালিয়ে জট খুলে ফেলি। তেমনিভাবে যুদ্ধ শেষ করার জন্য আমরা চারদিকে দূত প্রেরণ করব এবং যেসব বিষয় নিয়ে জট পেকে আছে সেসব জট ছাড়িয়ে দেব।

ম্যাজিস্ট্রেট : বোকা মেয়েরা! যে তিক্ত শত্রুতা চারিদিকে সেকি তোমরা তোমাদের এই সুতা আর গুলি আর উল দিয়ে মেটাতে পারবে?

লিসিসট্র্যাটা : আপনাদের যদি সামান্য সাধারণ জ্ঞান থাকতো তবে আমরা আমাদের সুতার ক্ষেত্রে যা করি আপনারাও আপনাদের রাজনীতির ক্ষেত্রে তাই করতেন।

ম্যাজিস্ট্রেট : মানে? কি বলতে চাও?

লিসিসট্র্যাটা : আমরা প্রথমে ময়লা আর আঠা আলাদা করে ফেলার জন্য সুতো ধুয়ে নিই। সব অসৎ নাগরিকদের ক্ষেত্রে আপনারাও তাই করুন। ওরা নগরের আবর্জনা। ওদেরকে বেছে আলাদা করুন, তারপর লাঠি-পেটা করে বার করে দিন। তারপর যতরাজ্যের লোক এখানে এসে চাকরিবাকরী ও কাজের জন্য ভিড় জমায় তাদের ভালো করে ছেঁকে ছাপ দিয়ে নিতে হবে এবং তারপর সবাইকে, আবাসিক কিম্বা অনাবাসিক কিম্বা বিদেশী, মিত্র কিম্বা অমিত্র কিম্বা রাষ্ট্রের কাছে ঋণী, সবাইকে একসঙ্গে এক ঝুড়িতে ছুড়ে দিন যেন প্রত্যেককে একই মানে উত্তীর্ণ করা যায়। তারপর আমাদের উপনিবেশগুলির ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি উপনিবেশকে আলাদা আলাদা গোল্লা বলে ভাবুন, এদের স্বতন্ত্র প্রান্তগুলি খুঁজে বার করুন তারপর সবগুলিকে একটি কেন্দ্রে একত্রিত করে জোড়া দিয়ে একটা বিরাট বড় গোল্লা তৈরী করুন, যেন জনগণ তার সাহায্যে সুন্দর মজবুত একটা জামা বুনতে সমর্থ হয়।

ম্যাজিস্ট্রেট : এই মেয়েরা, যুদ্ধের বোঝা বহনের ব্যাপারে যাদের কোন কুশলতা নেই, কোন অংশ নেই, তারা রাষ্ট্রকে নিয়ে ছাঁকাছাঁকি, দলাই-মলাই আর গোল্লা পাকাচ্ছে এটা চোখে দেখাও কি পাপ নয়?

লিসিসট্র্যাটা : কি বললে, হতভাগা? সে বোঝা তোমাদের চাইতে বহুগুণ বেশী বহন করতে পারি আমরা! প্রথমতঃ আমরাই সেই পুত্রদের জন্ম দিই যারা এথেন্স ছেড়ে সুদূর অঞ্চলে যুদ্ধ করতে যায়।

ম্যাজিস্ট্রেট : আঃ, আর সেসব বেদনার্ত বিষণ্ণ স্মৃতি জাগিয়ে তুলোনা।

লিসিসট্র্যাটা : দ্বিতীয়তঃ আমাদের যৌবন ও সৌন্দর্য প্রেম ও ভালোবাসায় বিকশিত হবার পরিবর্তে অযত্ন ও অবহেলায় মলিন আর ও অপচয়িত হচ্ছে। আমাদের স্বামীরা সব সেনাবাহিনীতে দিন কাটাচ্ছেন। কিন্তু যাক, আমাদের নিজেদের কথা বাদ দিন। আমাদের তরুণীরা যে নিঃসঙ্গ বেদনায় বুড়িয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন, সেটাই আমাকে গভীর দুঃখ দিচ্ছে।

ম্যাজিস্ট্রেট : আর পুরুষেরা বুড়িয়ে যাচ্ছেনা?

লিসিসট্র্যাটা : দুটো ঠিক এক জিনিস নয়। কোন সৈনিক যখন যুদ্ধবিগ্রহ থেকে ফিরে আসে তখন তার পক্ককেশ সত্ত্বেও সে ঝটপট একটি তরুণী বউ যোগাড় করে ফেলতে পারে। কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে শুধু একটি বসন্তই আসে জীবনে। সে যদি তখন তার সদ্ব্যবহার করতে না পারে তবে পরে আর তার দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। তখন বাকী জীবন তাকে বঞ্চিত অবস্থাতেই কাটাতে হয়।

ম্যাজিস্ট্রেট : কিন্তু কোন বুড়োর শিশ্ন যদি তখনো তেজী থাকে—

লিসিসট্র্যাটা : কি জ্বালা! এতসব বাক্যি না দিয়ে তুমি মরনা কেন? তুমি তো ধনী ব্যক্তি। যাও, ভালো দেখে একটা শবাধার কেনো গিয়ে। নরকের দ্বাররক্ষী সেরবেরাসের জন্য আমি একটা সুন্দর কেক বানিয়ে দেব। নাও, এই মালাটা নাও।

(পানি ছুঁড়ে তাকে ভিজিয়ে দেয়)

ক্লিওনিসে : এটাও নাও।

(সেও তাকে পানি ছুঁড়ে ভিজিয়ে দেয়)

মিরহাইনে : চুল বাঁধার এই ফিতাগুলিও নাও।

(সেও পানি ছুঁড়ে তাকে ভিজিয়ে দেয়)

ম্যাজিস্ট্রেট : কি, আমার সঙ্গে এইরকম ব্যবহার! এত অপমান! আমার সহকর্মীদের কাছে ঠিক এই অবস্থাতেই গিয়ে আমি দেখাচ্ছি তোমারা কি করেছো।

লিসিসট্র্যাটা : আরে! প্রথা অনুযায়ী আপনাকে উন্মোচিত করিনি বলে আমাদের দোষ দিচ্ছেন নাকি? হতাশ হবেন না। সকাল হওয়া মাত্র আমরা আপনার জন্য তৃতীয় দিবসের কোরবানী অনুষ্ঠান করতে কিছুতেই ভুল করবো না।

(ক্লিওনিসে এবং মিরহাইনেকে সংগে নিয়ে এ্যাক্রোপোলিসের মধ্যে প্রবেশ করে)

বৃদ্ধ পুরুষদের কোরাস দলপতি : স্বাধীনতার মিত্রগণ, উত্থিষ্ঠিত! আসুন, আমরা সংগ্রামের জন্য তৈরী হই!

বৃদ্ধ পুরুষদের কোরাস : (গানের সুরে) সমূহ বিপদের আশঙ্কা করছি আমি। সামনে দেখছি হিপিয়াসের মতো আরেক নির্যাতনের কাল। আমার

ভয় হচ্ছে, একটা যুদ্ধ কৌশলের মাধ্যমে ক্লিসাথিনীদের সঙ্গে যে ল্যাকোনীয়রা এখানে জড়ো হয়েছে তারা দেবতাদের শত্রু এই মেয়েদের এইভাবে চেতিয়ে দিয়েছে। জীবনের যে সঞ্চয়কে আশ্রয় করে আমি বেঁচে আছি তারা আমাদের সেই ধনরত্ন আর অর্থশালা দখল করে নিতে চায়।

বৃদ্ধ পুরুষদের কোরাস দলপতি ঃ কী পাপ আর লজ্জার কথা না? ওরা নাগরিকদের উপদেশ দেবার ব্যাপারে নাক গলাতে এসেছে, ঢাল তলোয়ার নিয়ে বাক্য দিচ্ছে, মৈত্রী স্থাপন করেছে ল্যাকোনীয়দের সঙ্গে যাদের আমি হন্যে কুকুরের চাইতেও বেশী অবিশ্বাস করি। বন্ধুরা আমার, সমস্ত ব্যাপারটাই হচ্ছে স্বৈরাচার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার একটা চেষ্টা। কিন্তু আমি কখনো হার মানবো না. আর ভবিষ্যতে আমি সাবধান থাকবো। আমি সবসময় কাপড়ের ভাঁড়ালে একটি তরবারি লুকিয়ে নিয়ে চলবো, মাঠে ময়দানে দাঁড়াবো এ্যারিস্টোজিটেনের পাশে, সতর্ক ও সশস্ত্র। কিন্তু আপাততঃ ওই বদমাশ বুড়ীগুলোর কয়েকটা দাঁত ভেংগে দিয়ে আমরা কাজ শুরু করি।

মহিলা কোরাস দলনেত্রী ঃ না, না, বাপুরা থামোখা বাহাদুরী করতে যেওনা। তাহলে ঘরে ফিরলে পর তোমাদের মা জননীরাও আর বাছাদের চিনতে পারবেনা। এসো আমার প্রিয় মিত্র ও বন্ধুগণ, প্রথমে আমাদের হাতের বোঝাগুলো নামিয়ে রাখা যাক।

মহিলা কোরাস দল ঃ (গানের সুরে) তাহলে, নাগরিকবৃন্দ, আপনারা সবাই শুনুন আমাদের কি বলবার আছে। আমাদের নগরকে আমি যথার্থ সদুপদেশ দিতে পারি। আমার বালিকা বয়স থেকে আমাকে যেভাবে-নানা কাজের জন্য সম্মান ও পুরস্কৃত করা হয়েছে সে বিবেচনায় আমার কাছ থেকে তা অবশ্যই দাবী করা যায়। সাত বছর বয়সের সময় আমি পূত পবিত্র পাত্রগুলি বহন করি। দশ বছর বয়সের সময় আমি দেবী এথেনীর পূজাবেদীর জন্য শস্য চূর্ণ করেছি। হলুদ রেশমের বস্ত্র পরিধান করে আমি ব্ররোনিয়ায় দেবী আর্টেমিসের ভালুক সেজেছি। এবং এই সে দিন, বড় হয়ে ওঠার পর, দীর্ঘাঙ্গী এক কুমারী যখন আমি, তখন ওরা আমার গলায় পরিয়ে দেয় শুকনো ডুমুরের কণ্ঠহার, আর আমি হই কানিফোরিদের একজন।

মহিলা কোরাস দলনেত্রী ঃ অতএব, দেখতে পাচ্ছেন, এথেন্সকে আমার সর্বোত্তম পরামর্শ দিতেই হবে। আপনাদের দুর্দশা মুক্তির পথ যদি

আমি নির্দেশ করতে পারি, তাহলে আমি যে রমণী হয়ে জন্মগ্রহণ করেছি তাতে কি এসে যায়? রাষ্ট্রকে স্বামী পুত্র দান করে আমি আমার ভাগের রাজস্ব-টোল-কর ইত্যাদি প্রদান করি। কিন্তু, আপনারা এই পক্ক শ্মশ্রু হাভাতে বৃদ্ধের দল, জনগণের ব্যয়ভার বহনে আপনাদের অবদান কি? আপনারা বরং আমাদের পূর্বপুরুষদের ধনরাশি, পারসিক যুদ্ধের সময় যে বিপুল ধনরাজি সঞ্চিত হয়েছিল, আপনারা সেসব উজাড় করে ধ্বংস করে দিয়েছেন। রাষ্ট্রকে আপনারা প্রতিদানে কিচ্ছু দেন না। উল্টো আপনাদের ভুলভ্রান্তির ফলে আপনারা আমাদের জীবন ও স্বাধীনতাকে বিপন্ন করে তোলেন। কি, নিজেদের পক্ষে একটি কথাও কি আপনাদের বলবার আছে? ---- -এই যে, ওইখানে, আমাকে চটিও না। তাহলে তোমার চোপাতে আমার জুতোর বাড়ি পড়বে। আর আমার জুতো বেশ ভারী কিন্তু বাপু!

বৃদ্ধ পুরুষদের কোরাস ঃ (গানের সুরে) আঃ, অপমানের পর অপমান! অবস্থা যে ক্রমেই বেশী খারাপ হচ্ছে। মরদের বাচ্চা হও যদি এসো, শয়তানগুলোকে শিক্ষা দেয়া যাক। খুলে ফেলো গায়ের জামা। স্বাদ নাও পুরুষত্বের। এসো বন্ধুরা আমার. একেবারে উদোম হয়ে যাও, মাথা থেকে পা পর্যন্ত। বুকে সাহস আনো! আমরাই তো লিপসিড্রিয়ন অবরোধ করেছিলাম। এসো, আবার আমরা উদ্দাম তারুণ্যে ফিরে যাই!

বৃদ্ধ পুরুষদের কোরাস দলপতি ঃ ওদের একবার যদি আমাদের উপর সামান্যতম আধিপত্য বিস্তার করতে দিই, তাহলে সব শেষ। ওদের ঔদ্ধত্যের তখন আর সীমা থাকবে না। ওদের তখন আমরা দেখবো জাহাজ বানাতে, আর্টেমিসিয়ার মত সমুদ্রযুদ্ধে অংশ নিতে। আর ওরা যদি ঘোড়ায় চড়ে অশ্বারোহী বাহিনী তৈরী করতে চায় তবে আমাদের সৈন্য সামন্তদের ছাঁটাই করা ছাড়া উপায় থাকবে না, কারণ মেয়েরা সত্যিই চমৎকার ঘোড়ার পিঠে চড়তে পারে। একবার শুধু মাইকনের আঁকা এ্যামাজন বাহিনীর ছবিটার কথা ভাবো, পুরুষদের সঙ্গে ওরা হাতাহাতি করছে! চল, আর দেরী না করে এখনই ওদের গলায় জোয়াল জুতে দিই!

মহিলা কোরাস দল ঃ (গানের সুরে) দোহাই দেবী সকলের, আমাকে রাগালে আমি কিন্তু আমার কুপ্রবৃত্তিগুলি আর সংযত রাখবো না। তখন তোমাদের পিঠের উপর এমন পিটুনী পড়বে যে সাহায্যের জন্য চেঁচাতে হবে।

এসো, মেয়েরা, জামা খুলে ফেল সবাই। ঝটপট। এইবার, এইবার এসো হাভাতে বুড়োর দল, আমার সঙ্গে একবার শুধু লড়তে এসো। এই আমি দিব্যি গেলে বলছি আর তোমাদের জীবনে কোনদিন রশুন খেতে কিংবা সীম চিবুতে হবে না। না, আর কোন কথা নয়, রেগে আগুন এখন আমি। গুবরে পোকা বাজপাখীর ডিম নিয়ে যা করেছিল আমি এবার তোমাদের নিয়ে তাই করবো।

মহিলা কোরাস দলনেত্রী ঃ যতক্ষণ আমার সংগে আমার দলে লাম্পিটো আর ইসমেনিয়া আছে ততক্ষণ তোমাদের আস্ফালন আর ভয় দেখানোকে আমি থোড়াই পরোয়া করি। যতখুশী পারো হুকুমনামা জারি করো, আমাদের কিচ্ছু ক্ষতি করতে পারবে না তোমরা। তোমরা হচ্ছো সব্বার চরম ঘৃণার পাত্র। তোমাদের হাজার রকম নির্দেশের কানাকড়ি দাম দেয় না কেউ। তোমাদের উচিত শিক্ষা দিয়ে ঘাড় ভেঙ্গে না দিলে আমাদের দুঃখ-দুর্দশা কোন দিন ঘুচবে না। (এ্যাক্রোপোলিস থেকে লিসিসট্র্যাটাকে বেরিয়ে আসতে দেখে তাকে উদ্দেশ্য করে) এই লিসিসট্র্যাটা, আমাদের মহত্ত অভিযানের নেত্রী, তোমাকে এত গম্ভীর মুখে আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখছি কেন?

লিসিসট্র্যাটা ঃ এই দুষ্টু মেয়েগুলির আচরণ, তাদের মেয়েলী হৃদয় আর মেয়েলী দুর্বলতা আমাকে বড় নিরুৎসাহ করে দিচ্ছে।

মহিলা কোরাস দলনেত্রী ঃ কি হয়েছে, বল, আমাদের বল।

লিসিসট্র্যাটা ঃ আমি সোজা সত্য কথাটা বলছি শুধু।

মহিলা কোরাস দলনেত্রী ঃ এত ভেঙ্গে পড়ার মত কি হল? তোমার বন্ধুদের বল সেকথা।

লিসিসট্র্যাটা ঃ ওহ্, ব্যাপারটা বলা এত কঠিন অথচ গোপন করাও অসম্ভব।

মহিলা কোরাস দলনেত্রী ঃ আমাদের অভিযানের ব্যাপারে খারাপ কিছু ঘটে থাকলে কক্ষণো তা গোপন করো না।

লিসিসট্র্যাটা ঃ সাদা কথায় বলতে গেলে আমরা পুরুষদের শয্যা-সঙ্গিনী হবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছি।

মহিলা কোরাস দলনেত্রী ঃ হা জিউস! হা জিউস।

লিসিসট্র্যাটা ঃ আর জিউসকে ডেকে কি হবে? যা বলেছি সেটা সত্যি কথা। ব্যাটা ছেলেদের জন্য তাদের কামনাকে আর থামিয়ে রাখা আমার

সাধ্যাতীত। সবাই এখন দলত্যাগ করে পালিয়ে যাবার পক্ষপাতী। প্রথম যাকে দেখলাম সে প্যানের গুহার কাছের প্রবেশ দ্বার দিয়ে চুপিচুপি কেটে পড়ছিলো। আরেকজন দড়ি আর কপিকলের সাহায্যে পালাচ্ছিলো। তৃতীয়জন ব্যস্ত ছিলো পালাবার আয়োজন আর প্রস্তুতি নিয়ে। আর চতুর্থজন সবেমাত্র একটা পাখীর পিঠে চড়ে ওর সিলোকাসের বাড়ীর উদ্দেশ্যে ডানা মেলে উড়াল দিতে যাচ্ছিলো। ঠিক তক্ষুণি, আমি পেছন থেকে পাজী মেয়ের চুল টেনে ধরেছি। ওরা সব্বাই বাড়ী ফিরে যাবার জন্য একটা না একটা অজুহাত খুঁজে বার করছে। (গেটের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে) ওই দেখনা, আরেকজন বেরিয়ে যাবার জন্য কেমন চেষ্টা করছে। এই। অত তাড়াতাড়ি করে কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

প্রথমা : আমি বাড়ী যেতে চাই। বাড়ীতে কিছু মিলেশীয় পশম রেখে এসেছি। সেগুলো সব পোকায় কেটে দিচ্ছে।

লিসিসট্র্যাটা : ছো : তুমি আর তোমার পোকা। যাও এক্ষুণি দুর্গে ফিরে যাও।

প্রথমা : দুই দেবীর শপথ, আমি যাবো আর আসবো। খাটের উপর উলটা বিছিয়ে দিয়েই আমি চলে আসবো।

লিসিসট্র্যাটা : কোন দরকার নেই তার। আমি বলছি তুমি যাবে না।

প্রথমা : তাহলে কি আমার সব উল নষ্ট হয়ে যাবে?

লিসিসট্র্যাটা : যাবে। যদি দরকার হয় তাই যাবে।

দ্বিতীয়া : হায় পোড়াকপাল আমার! ছাল না ছাড়িয়েই আমি আমার সব ফ্ল্যাক্স্ বাড়ীতে ফেলে রেখে এসেছি। সব নষ্ট হয়ে গেল।

লিসিসট্র্যাটা : ওই আরেকজন তার ফ্ল্যাক্স্ ছাড়াবার অজুহাতে বাড়ী পালাবার সুযোগ খুঁজছে।

দ্বিতীয়া : আমি আলোর দেবীর দিব্যি গেলে বলছি। ওটাকে ঠিক করেই আমি সোজা এখানে ফিরে আসবো।

লিসিসট্র্যাটা : তুমি ও ধরনের কিছুই করবে না। তুমি একবার শুরু করলে সবাই তোমার পথ ধরবে।

তৃতীয়া : দেবী ইলিথিয়া, আসন্নপ্রসবা রমণীর ত্রাণকর্ত্রী, একটু একটু দেরী করুন। এথেনীর পর্বতচূড়ার চাইতে কম পবিত্র একটা কোন জায়গা খুঁজে নিতে দিন আগে আমাকে!

লিসিসট্র্যাটা ঃ এই, এইসব বাজে কথার মানেকি?

তৃতীয়া ঃ বাচ্চা হবে আমার—এক্ষুণি, এই মুহূর্তে।

লিসিসট্র্যাটা ঃ কিন্তু গতকালও তো তুমি গর্ভবতী ছিলে না।

তৃতীয়া ঃ বেশ, কিন্তু এখন তাই। লিসিসট্র্যাটা, তাড়াতাড়ি কর, আমাকে ধাত্রীর খোঁজে যেতে দাও গো।

লিসিসট্র্যাটা ঃ কী বাজে গল্প শোনাচ্ছো আমাকে? (ওর পেট টিপে দেখে) আহ্। এখানে এত শক্ত এটা কি?

তৃতীয়া ঃ পুত্রসন্তান—

লিসিসট্র্যাটা ঃ দেবী আফ্রেদিতির দোহাই, কক্ষণো নয়। আরে, এটা তো ফাঁপা। মনে হচ্ছে হাঁড়ি পাতিল কিম্বা কেতলী জাতীয় কিছু (ওর পোশাক খুলে ফেলে) ছি, ছি, এই দেখ বোকা মেয়ের কাণ্ড! প্যালাসের পূত পবিত্র শিরস্ত্রান পেটের সঙ্গে বেঁধে রেখে বলছো যে তুমি গর্ভবতী?

তৃতীয়া ঃ আমি সত্যিই গর্ভবতী। দেবতা জিউসের দোহাই।

লিসিসট্র্যাটা ঃ তাহলে এই শিরস্ত্রান কেন এখানে? দয়া করে সেকথাটা বল।

তৃতীয়া ঃ আমার ভয় হচ্ছিল হয়তো এ্যাক্রোপোলিসের মধ্যেই আমার প্রসব বেদনা শুরু হয়ে যাবে। ঘুঘুর মতো আমিও ভেবেছিলাম এই শিরস্ত্রানের মধ্যে ডিম পাড়বো।

লিসিসট্র্যাটা ঃ একটার পর একটা আজগুবি কৈফিয়ৎ দিয়েই যাচ্ছে, দেখ! ব্যাপারটা দিনের আলোর মত স্বচ্ছ। ওসব বাদ দাও। এখন তোমার শুদ্ধিকরণের তারিখ পঞ্চম দিন পর্যন্ত তোমাকে এখানে থাকতেই হবে।

তৃতীয়া ঃ আর আমার পক্ষে এ্যাক্রোপোলিসে রাত্রিবাস করা সম্ভব নয়। আমি মন্দিরের প্রহরারত সাপটা দেখে ফেলেছি।

চতুর্থা ঃ আঃ! আর ওই ভয়ঙ্কর প্যাঁচাগুলোর আর্ত চিৎকার! দুচোখের পাতা এক করতে পারি না আমি ক্লান্তি আর অবসাদে আমি মরে যাচ্ছি।

লিসিসট্র্যাটা ঃ এই, তোমাদের সব মিথ্যা কথা বন্ধ করবে, হতচ্ছাড়ীর দল? স্বামীদের জন্য যে তোমরা অস্থির হয়ে উঠেছো সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখেছো কি যে তারাও তোমাদের জন্য সমান অস্থির হয়ে উঠেছে? অসহ্য নিশি যাপন করছে তারা! আমি সে কথা ভালো করেই জানি। লক্ষ্মী সোনা, একটু ধৈর্য ধরে থাকো। জন্ম

আমাদের সুনিশ্চিত। দৈববাণী আমাদের বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, শুধু যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারি। কি বলেছে দৈববানী, শুনবে?

তৃতীয়া ঃ হ্যাঁ, বল আমাদের সে কথা।

লিসিসট্র্যাটা ঃ তাহলে সবাই চুপ কর। দৈববাণী হয়েছে ঃ "হুপোর কাছ থেকে পালিয়ে সোয়ালো পাখির ঝাঁক যখন সব এক জায়গায় জড়ো হবে এবং নিজেদের বিরত রাখবে সকল রকম প্রণয়লীলা থেকে তখন জীবনের সর্বপ্রকার দুঃখ-দুর্দশার অবসান ঘটবে। হ্যাঁ, এবং দেবতা জিউস, যিনি আকাশের বজ্র পরিচালনা করেন, যা এতদিন উপরে ছিলো তাকে স্থাপন করবেন নীচে --------"

তৃতীয়া ঃ কি বললে? পুরুষেরা নীচে থাকবে?

লিসিসট্র্যাটা ঃ "কিন্তু যদি সোয়ালোদের মধ্যে বিভেদ দেখা দেয়, এবং তারা যদি পবিত্র মন্দির ছেড়ে উড়ে যায়, তাহলে এইটেই সবাই বলবে যে সোয়ালার চাইতে জঘন্য আর কোন পাখি এই বিশ্বচরাচরে নেই।"

তৃতীয়া ঃ হায়, হায়, ভবিষ্যদ্বাণী তো অত্যন্ত স্পষ্ট!

লিসিসট্র্যাটা ঃ না, না, দুর্যোগ যেন কিছুতেই আমাদের স্পর্শ না করে! আমরা সাহসের সঙ্গে সব সহ্য করবো। চল, সবাই যার যার জায়গায় ফিরে যাই। দৈববাণীতে অবিশ্বাস করা ভীষণ লজ্জাকর ব্যাপার হবে।

(ওরা সব এ্যাক্রোপোলিসের অভ্যন্তরে ফিরে যায়।)

বৃদ্ধ পুরুষের কোরাস দল ঃ (গানের সুরে) আমি যখন ছোট ছিলাম তখন ওরা আমাকে একটা গল্প বলতো, আমি তোমাদের সেটা শোনাতে চাই। গল্পটা হল এই ঃ অনেক কাল আগে এক তরুণ ছিল, তার নাম ছিল মেলানিয়ন। বিয়ের চিন্তাকেই সে এমন ঘেন্না করত যে সে সুদূর বনে পালিয়ে গেল। ওইভাবে সে পাহাড়ে পাহাড়ে থাকত, জাল বুনতো, খরগোশ ধরতো। মেয়েদের সম্পর্কে তার ঘেন্না ও ভীতি ছিল এমন প্রচণ্ড যে সে আর কোনদিন ফিরে আসেনি। মেলানিয়নের মতোই শুচিশুদ্ধ আমরা, তার মতোই রমণীকুলকে আমরা তীব্র ঘৃনা করি।

(জনৈক বৃদ্ধ মেয়েদের মধ্য থেকে একজনের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত এক বাকযুদ্ধ শুরু করে)

বৃদ্ধ ঃ এই লক্ষ্মী বুড়ী, তোমাকে একটা চুমু খেতে চাই।

রমণী ঃ পেঁয়াজ ছাড়াই তোমাকে আমি কাঁদিয়ে ছাড়বো।

বৃদ্ধ ঃ আর আচ্ছা করে পিটুনী দিতে চাই তোমাকে।

রমণী ঃ (আঙুল দিয়ে দেখিয়ে) বাঃ, কি রকম ঘন জঙ্গল বানিয়ে রেখেছো ওখানে!

বৃদ্ধ ঃ তা মিরোনাইডিসও তো ওদের মধ্যে মহা জঙ্গুলে এক লোক ছিল। তার পৃষ্ঠদেশ ছিল ঘনকালো, আর ফরমিওর মতো সেও শত্রুপক্ষের মনে ভীষণ আতঙ্ক সঞ্চারিত করতে পারতো।

মহিলা কোরাস দল ঃ (গানের সুরে) আমি তোমাদের একটা গল্প শোনাতে চাই। অনেক কাল অগে একজন খুব কড়া মক্কেল ছিল, নাম ছিল টিমন। খুব খেয়ালী, আর তার মুখ দেখলে মনে হত যেন কাঁটাবনের মধ্য থেকে ভেংচি দিচ্ছে কেউ। দুনিয়ার মন্দ মানুষের সঙ্গ অসহ্য হওয়ায় সে লোকালয় বর্জন করেছিল, মানুষকে গাল দিয়েছিল প্রাণভরে। অসৎ লোকদের সে দুচোখে দেখতে পারতো না, কিন্তু মেয়েদের প্রতি সর্বদা ছিল কোমল ও স্নেহশীল।

রমণী ঃ (নতুন দ্বৈতসংলাপ শুরু করে) ধরো, আমি উঠে পড়ে যদি তোমার চোপা ভেঙে দিই?

বৃদ্ধ ঃ তোমার ভয়ে আমি একটুও ভীত নই।

রমণী ঃ ধরো, আমি তোমাকে সজোরে যদি একটা পদাঘাত করি?

বৃদ্ধ ঃ তাহলে তোমার জিনিসটা আমি দেখে ফেলবো।

রমণী ঃ আমার এত বয়স হলেও দেখবে যে বেশ সাফসুতরোই আছে!

লিসিসট্যাটা ঃ (এ্যাক্রোপোলিস থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে) কই তোমরা, এস সবাই, শিগগির এসো!

মেয়েদের মধ্য থেকে একজন ঃ কি হল? এত চেঁচামেচি কিসের জন্য?

লিসিসট্র্যাটা ঃ ব্যাটাছেলে! একজন পুরুষ মানুষ! প্রেমাগ্নিতে জ্বলতে জ্বলতে আমি তাকে এদিক পানে এগিয়ে আসতে দেখছি। সিপ্রাস, পাফোস এবং সিথেরার স্বর্গীয় অধিশ্বরী, আমাদের আপনি সাহায্য করতে থাকুন।

রমণী ঃ কোথায়? কোথায় ওই অজ্ঞাত শত্রু?

লিসিসট্র্যাটা ঃ ওই তো, ডিমিটারের মন্দিরের পাশে।

রমণী ঃ হ্যাঁ, দেখতে পেয়েছি। কিন্তু লোকটা কে?

লিসিসট্যাটা ঃ দেখ, ভালো করে দেখ। তোমরা কেউ কি ওকে চেনো?

মিরহাইনে : (উৎফুল্ল কণ্ঠে) আমি চিনি, আমি চিনি। ও আমার স্বামী সাইনেসিয়াস।

লিসিসট্র্যাটা ঃ বাঃ তা হলে কাজে লেগে যাও! তাকে উদ্দীপিত করে তোলো, যন্ত্রনাবিদ্ধ কর। আদর সোহাগ, চুমকুড়ি, খুনসুটি—সব ছলাকলা প্রয়োগ করো অকৃপণভাবে। সবরকম অনুগ্রহ বর্ষণ করো তার উপর, শুধু সুরার পাত্র স্পর্শ করে আমরা যা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছি সেই অনুগ্রহটুকু তাকে দেখিও না।

মিরহাইনে ঃ কিচ্ছু ভেবো না, তাই করব আমি।

লিসিসট্র্যাটা ঃ বেশ, আমি তোমার সঙ্গে থাকবো। ওর কামাগ্নি প্রজ্বলিত করতে আমি তোমাকে সাহায্য করব। তোমরা আর সবাই ভেতরে যাও। (সাইনেসিয়াস প্রবেশ করে। স্পষ্টতঃই চরম যৌন উত্তেজনায় অধীর। একজন ক্রীতদাস একটি শিশুকে কোলে নিয়ে তার পেছনে পেছনে আসে)

সাইনেসিয়াস ঃ ওহ্, আহ্! কীযে যন্ত্রণা হচ্ছে আমার! সারা শরীর যেন জ্বলে যাচ্ছে!

লিসিসট্র্যাটা ঃ কে ওখানে? কে আমাদের সীমান্তরেখা অতিক্রম করার দুঃসাহস দেখাচ্ছে?

সাইনেসিয়াস ঃ আমি।

লিসিসট্র্যাটা ঃ কে? ব্যাটাছেলে?

সাইনেসিয়াস ঃ খুব বেশী রকম।

লিসিসট্র্যাটা ঃ বেরোও এখান থেকে।

সাইনেসিয়াস ঃ কিন্তু কে তুমি আমাকে এভাবে বাধা দিচ্ছো?

লিসিসট্র্যাটা ঃ আজকের প্রহরী।

সাইহেসিয়াস ঃ দেবতাদের দোহাই, মিরহাইনেকে একবার ডেকে দাও।

লিসিসট্র্যাটা ঃ কি বললে? মিরহাইনেকে ডেকে দেবো? তা তুমি কে?

সাইনেসিয়াস ঃ আমি ওর স্বামী, সাইনেসিয়াস, পিওনের পুত্র।

লিসিসট্র্যাটা ঃ তাই বলো, সুজন বন্ধু। তোমার নাম আমাদের অজানা নয়। তোমার বউএর মুখে সারাক্ষণ তোমার কথা লেগেই আছে। এটা সাইনেসিয়ানের জন্য, ওটা সাইনেসিয়াসের জন্য, এইসব না বলে ওকে কখনো একটা ডিম বা আপেল পর্যন্ত স্পর্শ করতে দেখিনি আমরা।

সাইনেসিয়াস ঃ সত্যি?

লিসিসট্র্যাটা ঃ আফ্রোদিতির শপথ, সত্যি তাই। আর আমরা যদি কখনো ব্যাটাছেলেদের কথা বলতে শুরু করি তক্ষুণি তোমার বউ বলে ওঠে, "আঃ বাদ দাও। সাইনেসিয়াসের তুলনায় ওরা কিছু না।"

সাইনেসিয়াস ঃ উঃ। যাও, যাও, ওকে এক্ষুণি আমার কাছে ডেকে নিয়ে আসো।

লিসিসট্র্যাটা ঃ এই কষ্ট স্বীকার করার জন্য আমাকে তুমি কি দেবে?

সাইনেসিয়াস ঃ (নিজের অবস্থার দিকে দৃষ্টি আকর্ষন করে) আমার সর্বস্ব, তাই যদি তুমি চাও। এখানে আমার যা কিছু আছে সব আমি তোমাকে দেবো।

লিসিসট্র্যাটা ঃ ঠিক আছে, আমি ওকে আসতে বলবো। (এ্যাক্রোপোলিসের ভেতরে চলে যায়)

সাইনেসিয়াস ঃ ওহ্, জলদি কর! জলদি কর! ও বাড়ী ছেড়ে চলে আসার পর থেকে জীবনে সুখ শান্তি আনন্দ বলতে কিছু নেই। ঘরে ফিরলে মনে হয় সব বিষণ্ণ, নিরানন্দ, শূন্য। সব খাবার মনে হয় বিস্বাদ। আর সব কিছুর মূলে রয়েছে এই ঋজু উন্নত শিশ্ন যার হাত থেকে কিছুতেই মুক্তি পাচ্ছিনা।

মিরহাইনে ঃ (পেছন ফিরে লিসিসট্র্যাটাকে উদ্দেশ্য করে) ওহ্, আমি ওকে ভালোবাসি, ভীষণ ভালোবাসি, কিন্তু ওযে ভালবাসতে দিতে চায়না। না! আমি যাবো না।

সাইনেসিয়াস ঃ মিরহাইনে, প্রেয়সী আমার, কি বলছো তুমি? এসো, তাড়াতাড়ি আমার কাছে এসো।

মিরহাইনে ঃ না, কক্ষণো না।

সাইনেসিয়াস ঃ আমি তোমাকে ডাকছি, মিরহাইনে। মিরহাইনে, তুমি কি আসবে না দয়া করে?

মিরহাইনে ঃ তুমি আমাকে ডাকতে যাবে কেন? তুমি তো আমাকে চাও না।

সাইনেসিয়াস ঃ তোমাকে চাই না? বলছো কি? তোমাকে চাওয়ার জ্বালায় আমি লাঠির মত শক্ত হয়ে আছি।

মিরহাইনে ঃ বিদায়। (সে ঘুরে দাঁড়ায় যেন যাচ্ছে)

সাইনেসিয়াস ঃ ওহ্, মিরহাইনে মিরহাইনে, আমাদের শিশুসন্তানের দোহাই, আমার কথা শোনো। অন্ততঃ বাচ্চাটার কথা শোনো। বাবা, তোমার মাকে ডাকো।

শিশু ঃ মা, মা, মা!

সাইনেসিয়াস ঃ ওই শোনো বেচারা বাচ্চাটার জন্যও কি তোমার মায়া হয় না? আজ ছ'দিন ধরে তুমি ওকে একবারও স্নান করাও নি, খাওয়াও নি।

মিরহাইনে ঃ বাছা আমার! তোমার বাবা তোমার খুব যত্ন নিচ্ছেন তো!

সাইনিসিয়াস ঃ লক্ষ্মী, সোনাবউ, এসো। বাচ্চাটার কথা ভেবে নেমে এসো।

মিরহাইনে ঃ আহ্, মা হওয়া যে কি জিনিস! শেষ পর্যন্ত আমাকে বোধ হয় যেতেই হবে।

সাইনেসিয়াস ঃ (মিরহাইনেকে এগিয়ে আসতে দেখে) ওহ্, কী সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। বয়স যেন আরো কমে গেছে! আর কীরকম প্রেমময় দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছে! ওর নিষ্ঠুরতায় আমার বাসনা যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেল!

মিরহাইনে ঃ (তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, শিশুটিকে লক্ষ্য করে) তোমার বাবা যতখানি বিরক্তিকর তুমি ঠিক ততখানি মিষ্টি। এসো, পুতুলমনি, মা-মনিকে একটু চুমু খেতে দাও, সোনা আমার।

সাইনেসিয়াস ঃ ওইসব মেয়েদের পাল্লায় পড়ে কী বাজে কাজ করেছো তুমি দেখো তো! কেন আমাকে এত যন্ত্রনা দিচ্ছো, আর নিজেও পাচ্ছো?

মিরহাইনে ঃ (স্বামী যখন তাকে আলিঙ্গন করতে উদ্যত তখন) আঃ হাত সরাও!

সাইনেসিয়াস ঃ বাড়ীতে সব কিছু তছনছ হয়ে গেল।

মিরহাইনে ঃ যাক্!

সাইনেসিয়াস ঃ তোমার সুন্দর কাপড়টা মুরগী ঠুকরে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে, তাতেও তোমার কিছু যায় আসে না?

মিরহাইনে ঃ কিছুই না।

সাইনেসিয়াস ঃ আর আফ্রোদিতি, যার জয়গান তুমি এতোদিন ধরে গাও নি? ওগো, দয়া করে তুমি কি ঘরে ফিরবে না?

মিরহাইনে ঃ না। অন্ততঃ একটা সঙ্গত সন্ধির মাধ্যমে যুদ্ধ বন্ধনা হওয়া পর্যন্ত নয়।

সাইনেসিয়াস ঃ আরে, ঠিক আছে, অত করে যদি তাই চাও তবে তাই হবে, সন্ধি হবে।

মিরহাইনে ঃ খুব ভালো কথা। তাহলে সন্ধি হোক তারপর আমি বাড়ী আসবো। সে পর্যন্ত এখানে থাকবো, আমরা শপথ নিয়েছি।

সাইনেসিয়াস ঃ একটুক্ষণ আমার সঙ্গে শোও তো এখন।

মিরহাইনে ঃ না, না। (ইতস্তত করে) কিন্তু তোমাকে আমি ভালোবাসি না, সেকথা বলেতে পারবো না।

সাইনেসিয়াস ঃ ভালবাসো? তাহলে, লক্ষ্মীটি, আমার সঙ্গে শুতে আপত্তি করছো কেন, মিরহাইনে?

মিরহাইনে ঃ (যেন ভীষণ বিস্মিত হয়েছে) কি, এই বাচ্চার সামনে? ঠাট্টা করছো নিশ্চয়ই।

সাইনেসিয়াস ঃ (ক্রীতদাসের প্রতি) মানেস, বাচ্চাকে ঘরে নিয়ে যাও। এইতো, ও চলে গেছে। আর কোন বাধা নেই। এবার আসবে না?

মিরহাইনে ঃ কিন্তু, কোথায়? কোনখানে?

সাইনেসিয়াস ঃ প্যানের গুহায়। ওর চাইতে ভালো জায়গা আর হতে পারে না।

মিরহাইনে ঃ কিন্তু মন্দিরে ফিরবার আগে আমি নিজেকে পূতপবিত্র করে নেবো কিভাবে?

সাইনেসিয়াস ঃ কোন অসুবিধা নেই। ক্লেপসাইড্রাতে তুমি সহজেই স্নান করে নিতে পারবে।

মিরহাইনে ঃ কিন্তু আমার শপথের কি হবে? তুমি কি আমাকে শপথ ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হতে বল?

সাইনেসিয়াস ঃ ওর জন্য ভাবনা কোরো না। তার সব দায়দায়িত্ব আমি নেবো।

মিরহাইনে ঃ ঠিক আছে। তাহলে, দাঁড়াও, একটা বিছানার যোগাড় করিগে।

সাইনেসিয়াস ঃ তার কি দরকার? মাটিতেই তো শুতে পারবো আমরা।

মিরহাইনে ঃ না, না। তুমি ভালো না হলেও একেবারে শুধু মাটির উপর শোবে, সেটা আমার ভালো লাগছে না।

(ও এ্যাক্রোপোলিসের মধ্যে ঢুকে যায়)

সাইনেসিয়াস ঃ (আনন্দে আত্মহারা) সত্যি কী যে ভালোবাসে ও আমাকে।

মিরহাইনে ঃ (একটা খাটিয়া নিয়ে ফিরে আসে) এসো চটপট শুয়ে পড়ো। আমি কাপড় ছাড়ছি। কিন্তু, ওহ্ হো, একটা গদী চাই যে।

সাইনেসিয়াস ঃ গদী? ওহ্! না, না, তার কোন দরকার নেই।

মিরহাইনে ঃ দোহাই আর্টেমিসের! কি যে তুমি বলো? শুধু এই চটের উপর? সে ভারী বিচ্ছিরি হবে।

সাইনেসিয়াস ঃ একটা চুমু খাও আমাকে।

মিরহাইনে ঃ এক মিনিট! (ও আবার চলে যায়)

সাইনেসিয়াস ঃ ওহ্, ভগবান, শিগগীর কর।

মিরহাইনে ঃ (গদী নিয়ে ফিরে আসে) এই যে গদী। এবার শুয়ে পড়ো, আমি কাপড় ছাড়ি। কিন্তু এহ্হে, তোমার যে বালিশ নেই?

সাইনেসিয়াস ঃ আমার বালিশের কোন প্রয়োজন নেই।

মিরহাইনে ঃ কিন্তু আমার আছে। (ও আবার চলে যায়)

সাইনেসিয়াস ঃ ওহ্ ভগবান, আর তো পারা যায় না।

মিরহাইনে ঃ (একটা বালিশ নিয়ে ফিরে আসে) এই, তোমার মাথাটা একটু ওঠাও তো গো! (আর কিভাবে তাকে উত্তেজিত করা যায় এক মুহূর্ত ভাবে, তারপর আপন মনে বলে সবই তো হল, না?)

সাইনেসিয়াস ঃ (ভুল বোঝে) অবশ্যই। আর কিছু বাকী নেই। এসো প্রেয়সী আমার।

মিরহাইনে ঃ দাঁড়াও, গার্ডলটা খুলতে দাও। কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কি কথা দিয়েছো সেটা মনে রেখো। তাতে ভুল হয় না যেন।

সাইনেসিয়াস ঃ না, না, সেটা হবেই।

মিরহাইনে ঃ আরে, কী কাণ্ড, তোমার কম্বল নেই যে!

সাইনেসিয়াস ঃ আহ্হা, কম্বল নেই তো কি হয়েছে? আমি তো তোমাকে কাছে চাইছি।

মিরহাইনে : (আবার চলে যেতে যেতে) ভয় নেই, এই এক্ষুণি এলাম বলে।

সাইনেসিয়াস : কম্বল টম্বল করে ও আমাকে মেরেই ফেলবে!

মিরহাইনে : (একটা কম্বল নিয়ে ফিরে আসে) এই, একটু গা তোলো।

সাইনেসিয়াস : (অঙ্গুলি নির্দেশ করে) ওইটে তুলেছি আমি!

মিরহাইনে : তোমার গায়ে একটু সেন্ট মাখিয়ে দেবো না?

সাইনেসিয়াস : দোহাই এ্যাপোলোর, ওসব কিছু করো না তুমি।

মিরহাইনে : আফ্রোদিতির দোহাই, তুমি চাও বা না চাও, আমি তা কোরবোই। (আবার সে বেরিয়ে যায়)

সাইনেসিয়াস : তাড়াতাড়ি করে এইসব বাজে কাজগুলো ও যে কখন শেষ করবে!

মিরহাইনে : (একটা সুগন্ধি দ্রব্যের পাত্র নিয়ে ফিরে আসে) দাও, তোমার হাত মেলে ধর, এইবার ভালো করে মেখে নাও।

সাইনেসিয়াস : গন্ধটা বিশেষ ভালো লাগছে না আমার। কি জানি, ভালো করে ঘষলে হয়তো উন্নতি হবে। কিন্তু ঠিক বাসরশয্যার মতো মনে হচ্ছে না।

মিরাহাইনে : এই যা! কী গাধার মতো কাজ করছি আমি! রোডিয়ান গন্ধ সামগ্রী নিয়ে এসেছি বুঝি!

সাইনেসিয়াস : ঠিক আছে, ঠিক আছে, যেতে দাও এখন।

মিরহাইনে : না, না, সে কি কথা! (বেরিয়ে যায়)

সাইনেসিয়াস : যে ব্যাটা গন্ধ দ্রব্য আবিষ্কার করেছিলো সে জাহান্নামে যাক!

মিরহাইহেন : (আরেকটা পাত্র নিয়ে ফিরে আসে) এই যে, শিশিটা নাও।

সাইনেসিয়াস : তোমার জন্যে এর চাইতে অনেক ভালো জিনিস আমি তৈরী করে রেখেছি, সোনামনি। আর দুষ্টুমি কোরো না। এসো, শুতে এসো এবার। তোমাকে আর কিছু আনতে হবে না।

মিরহাইনে : আসছি গো, আসছি। জুতোটা খুলতে দাও। এই শোনো, তুমি শান্তির পক্ষে ভোট দেবে তো?

সাইনেসিয়াস : ভেবে দেখবো সেকথা। (মিরহাইনে ছুটে চলে যায়) ঈ-স্, বেটি আমাকে মেরে ফেললো! কী অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে যে রেখে গেলো!

(করুণ কণ্ঠে) একজন শয্যাসঙ্গিনী যে চাইই চাই আমার। ও হোঃ, সুন্দরীশ্রেষ্ঠা রমণী আমাকে নাজেহাল করে ফাঁকি দিয়ে এইভাবে পালিয়ে গেলো? তাহলে, ছোট কর্তা, তোমার প্রচণ্ড ক্ষুধা আমি এখন কি দিয়ে মেটাবো? সাইনালোপেক্স কোথায় গেলো? শিগগীর ছোট কর্তার জন্য একজন সেবিকা যোগাড় কর।

বৃদ্ধ পুরুষদের কোরাস দলপতি ঃ বেচারা! প্রেমলীলা পূর্ণ না হওয়ায় কি হাল হয়েছে দেখো! আহা, তোমার জন্য করুণায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। এ যন্ত্রণা কি কোন মানুষ সহ্য করতে পারে? কী রকম শক্ত আর টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর ওকে এই অবস্থায় সাহায্য করার জন্য একটি রমণীও নেই!

সাইনেসিয়াস ঃ হে স্বর্গের দেবতাকুল, কী কষ্টটা না আমি সহ্য করছি!

বৃদ্ধ পুরুষদের কোরাস দলপাতি ঃ ওই যে, ওই মাগীর কীর্তি এসব!

সাইনেসিয়াস ঃ না, না, বরং বল, ওই অপরূপ মিষ্টি প্রেমময়ী রমণীর কীর্তি! (সে বেরিয়ে যায়)

বৃদ্ধ পুরুষদের কোরাস দলপতি ঃ প্রেমময়ী রমণী? না, না, আমি বলব বদমাশ মাগী! আকাশের দেবতা জিউস, তুমি কি বিশাল একটা ঘূর্ণিঝড় জাগিয়ে তুলতে পারোনা, পারো না তাবৎ রমণীকে আকাশের বুকে উঠিয়ে নিয়ে প্রবল বেগে নীচে নিক্ষেপ করতে, তারপর ওদের বিদ্ধ করতে এই ব্যক্তির হাতিয়ারের শীর্ষাগ্রে?

(স্পার্টার একজন বার্তাবহ প্রবেশ করে। তার অবস্থাও প্রায় সাইনেসিয়াসের মত)

বার্তাবহ ঃ এই যে, আমি কোথায় সিনেটের সদস্যদের সাক্ষাৎ পাবো? কিছু বার্তা পৌঁছে দিতে হবে আমাকে।

(একজন এথেনীয় ম্যাজিস্ট্রেটের প্রবেশ)

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ তুমি কি মানুষ, না প্রিয়াপাস?

বার্তাবহ ঃ (ভারিক্কী ভংগীতে) কি বাজে বকছেন! অবশ্যই আমি একজন বার্তাবহ। শান্তি স্থাপনের বিষয়ে আলাপ করার জন্য স্পার্টা থেকে এসেছি।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ (অঙ্গুলি নির্দেশ করে) তাহলে পোষাকের নীচে ওভাবে বর্শা লুকিয়ে রেখেছো কেন?

বার্তাবহ : (বিব্রত ভাবে) না, না, বর্শা কোথায়?

ম্যাজিস্ট্রেট : তবে ওভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছো কেন? কেন শরীর থেকে পোষাক সামনের দিকে ওরকম দূরে ঠেলে রেখেছো? ভ্রমণযাত্রার ফলে কি তোমার কুঁচকির চারপাশ ফুলে গেছে?

বার্তাবহ : কী যন্ত্রণা! এই বুড়ো তো দেখছি একটি উন্মাদ বিশেষ।

ম্যাজিস্ট্রেট : আরে, আরে, এর শিশ্ন যে একেবারে তুঙ্গে উঠে রয়েছে! এ ব্যাটা তো মহা লুচ্চা।

বার্তাবহ : বলছি না। এইসব বাজে রসিকতা বাদ দিন আপনি।

ম্যাজিস্ট্রেট : (আবার আঙুল তুলে) তাহলে ওখানে কি আছে তোমার?

বার্তাবহ : একটি ল্যাসিডিমোনীর 'স্কাইটেলি'।

ম্যাজিস্ট্রেট : ও, 'স্কাইটেলি', এঁ্যা? তা সব পরিষ্কার করে বল। এ সব বিষয় আমার ভালোভাবে জানা আছে, স্পার্টাতে কেমন চলছে সব?

বার্তাবহ : স্পার্টায় সবকিছুই ওলট পালট হয়ে গেছে। মিত্রদের সবার শিশ্ন গগন চুম্বী। পেলেনীকে আমাদের চাইই চাই।

ম্যাজিস্ট্রেট : কিন্তু এর কারণ কি? এসব কি দেবতা প্যানের কীর্তি?

বার্তাবহ : না। এর জন্য দায়ী লাম্পিটো এবং তার প্ররোচনায় সংঘবদ্ধ মেয়ের দল। তারা তাদের জানুর মধ্য থেকে ছেলেদের লাথি মেরে বার করে দিয়েছে।

ম্যাজিস্ট্রেট : তা তোমরা এ ব্যাপারে করছোটা কি?

বার্তাবহ : আমাদের সব বুদ্ধি গুলিয়ে গেছে। এখন আমরা মাথা নীচু করে কুঁজো হয়ে হাটছি. যেন ঝোড়ো রাতে বাতি বাঁচিয়ে নিয়ে চলেছি কোন-মতে। হারামজাদীরা প্রতিজ্ঞা করেছে যে আমরা সবাই শান্তি প্রতিষ্ঠায় সম্মত না হওয়া পর্যন্ত ওরা আমাদের ছুঁতে পর্যন্ত দেবে না।

ম্যাজিস্ট্রেট : আহ্। এবার বুঝতে পেরেছি। সারা গ্রীস জুড়ে একটা ব্যাপক ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। যাও, স্পার্টায় ফিরে গিয়ে শান্তি আলোচনা শুরু করার জন্য উপযুক্ত দূত প্রেরণ করতে বলো তাদের। আমি নিজে আমাদের সিনেট সদস্যদের আমাদের প্রতিনিধিদের নাম ঠিক করতে বলবো।' বিষয়টির গুরুত্ব বোঝাবার জন্য ওদেরকে আমি আমার নিজের হাতিয়ার প্রদর্শন করবো।

বার্তাবহ : বাঃ, এর চাইতে উত্তম আর কি হতে পারে? আমি আপনার নির্দেশ পালনে হাওয়ার বেগে ছুটে যাবো।

(দুজন দুদিকে বেরিয়ে যায়)

বৃদ্ধ পুরুষদের কোরাস দলপতি : কোন বন্য প্রাণী বা অগ্নিশিখা কি নেই এই ধরনীতে যা রমণীর চাইতে হিংস্র, উদ্দাম ও বাঁধনহারা? ওহ, বাঘিনীও তার চাইতে কম নির্লজ্জ, কম রাক্ষুসে!

মহিলা কোরাস দলনেত্রী : আর হতভাগা তুমি, যে আমাকে তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু এবং বিশ্বস্ত মিত্র হিসেবে পেতে পারতে, সেই তুমি আমার বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহস করলে?

বৃদ্ধ পুরুষদের কোরাস দলপতি : জীবনে কখনো, কখনো, মেয়েদের প্রতি আমার ঘৃণার অবসান হবে না।

মহিলা কোরাস দলনেত্রী : ঠিক আছে, যেমন তোমার অভিরুচি। কিন্তু তবু তোমাকে এই রকম উলঙ্গ অবস্থায় আমি থাকতে দিতে পারি না। লোকে তোমাকে নিয়ে হাসবে। এসো, এই টিউনিক পরিয়ে দিই তোমাকে।

বৃদ্ধ পুরুষদের কোরাস দলপতি : ঠিক বলেছো! রাগে অন্ধ হয়ে আমি আমার জামাকাপড় ওভাবে খুলে ফেলেছিলাম।

মহিলা কোরাস দলনেত্রী : হাঁ, এবার অন্ততঃ মানুষের মত দেখাচ্ছে। আর তোমাকে নিয়ে ওরা ঠাট্টামশকরা করবে না। দেখো, তুমি যদি আমাকে ওরকম চটিয়ে না দিতে তাহলে তোমার চোখে যে ওই বিচ্ছিরি পোকাটা পড়েছে সেটাও বার করে দিতাম।

বৃদ্ধ পুরুষদের কোরাস দলপতি : তাহলে সেজন্যই এতক্ষণ আমার চোখটা করকর করছিলো। এই যে, নাও, এটা দিয়ে পোকাটা বার করে আমাকে দেখাও। কী কাণ্ড, কতক্ষণ ধরে যে চোখটা জ্বালা করছে।

মহিলা কোরাস দলনেত্রী : বেশ তো, দেখছি আমি, যদিও তোমার ব্যবহারটা খুব মিষ্টি মধুর সেকথা বলা যাবে না। ইস্, কি রকম বড় পোকাটা, দেখো!

বৃদ্ধ পুরুষদের কোরাস দলপতি : অসংখ্য ধন্যবাদ। ব্যাটা আমার চোখের মধ্যে রীতিমত ইঁদারা খুঁড়তে শুরু করে দিয়েছিলো। এবার বিদায় হয়েছে। এখন চোখের জল আবার অবাধে ঝরতে পারবে।

মহিলা কোরাস দলনেত্রী ঃ সে জল আমি তোমার হয়ে মুছে দেবো, তুমি এত দুষ্টু আর খারাপ হওয়া সত্ত্বেও। এখন, এসো, একটা চুমু দাও।

বৃদ্ধ পুরুষদের কোরাস দলপতি ঃ চুমু? কক্ষনো নয়।

মহিলা কোরাস দলনেত্রী ঃ শুধু একটা। তোমার ভালো লাগুক কিম্বা না লাগুক।

বৃদ্ধ পুরুষদের কোরাস দলপতি ঃ এই মেয়েদের নিয়ে হয়েছে মহা এক জ্বালা। "ওদের নিয়েও থাকা যায় না, ওদের ছাড়াও থাকা যায় না," প্রবাদ বাক্যটি সত্যিই যথার্থ। ঠিক আছে, এসো, এই চুক্তি হল। আমরা আর ভবিষ্যতে পরস্পরকে কোন দিন শত্রু ভাববো না। এবং চুক্তিটা পাকাপাকি করে এই শুভ উপলক্ষে একটা সমবেত সঙ্গীত গাওয়া যাক।

মহিলা আর বৃদ্ধ পুরুষদের সমবেত সঙ্গীত ঃ হে এথেন্সবাসীগণ, আমরা কারো কোন দোষের কথা বলতে চাই না, বরঞ্চ সকলের সম্পর্কেই প্রচুর ভালো কথা বলতে আগ্রহী। আমাদের অনেক দুঃখভোগ হয়েছে, অনেক বিপর্যয়। যদি কোন পুরুষ অথবা রমণীর কিছু অর্থের প্রয়োজন পড়ে থাকে, এই ধরুন, দুই কিম্বা তিন মিনা, তাহলে তার জন্য আমাদের টাকার থলি ভর্তি আছে। শুধু যদি শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তবে এই ঋণ গ্রহণকারীকে আর তা পরিশোধ করতে হবে না। তাছাড়া আমি কয়েকজন অত্যন্ত যোগ্যতাসম্পন্ন করিন্থীয় বন্ধুদের নৈশাহারে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এখনও কিছু চমৎকার স্যুপ আমার কাছে আছে, এবং একটা নধর কচি শুয়োর জবাই করবো মনস্থ করেছি আমি, যার মাংস হবে অতি সুস্বাদু এবং কোমল। আপনাদের সবাইকে আজ আমার কুটিরে প্রত্যাশা করবো। কিন্তু সর্বপ্রথমে স্নানাগারে চলুন সবাই, আপনারা এবং আপনাদের সন্তানরা। তারপর সবাই চলে আসুন আমার বাড়ীতে। কারো কোন অনুমতি নিতে হবে না। সোজা চলে আসুন যেন নিজের বাড়ী। কিচ্ছু ভয় করবেন না, এবং বাড়ীর দরজা আপনাদের জন্য—সশব্দে বন্ধ করে দেয়া হবে আপনাদের মুখের উপর।

বৃদ্ধ পুরুষদের কোরাস দলপতি ঃ আহ্, এই যে দীর্ঘ শ্মশ্রুমণ্ডিত স্পার্টার প্রতিনিধিবর্গ এসে পড়েছেন। আরে, দেখে মনে হয় দুই জানুর মাঝখানে যেন রাখালের পাচন চেপে ধরে আছে? (ল্যাকোনীয় প্রতিনিধিবর্গের প্রবেশ। তাদের অবস্থাও ওদের পূর্বতন বার্তাবহের মতই)

ল্যাকোনীয় প্রতিনিধি : বেশী বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নেই। আমাদের হাল দেখতেই পাচ্ছেন।

বৃদ্ধ পুরুষদের কোরাস দলপতি : দুঃখের কথা, পরিস্থিতি ক্রমাগতই অধিকতর সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ছে। ব্যাপারটার তীব্রতা রীতিমত ভয়াবহ।

ল্যাকোনীয় প্রতিনিধি : রীতিমত অবিশ্বাস্য। কিন্তু আর দেরী নয়। আসুন, কাজ শুরু করা যাক। আপনাদের কমিশনারদের ডাকুন, ঝটপট সর্বোত্তম সম্ভব একটা সন্ধির ব্যবস্থা করে ফেলা যাক।

বৃদ্ধ পুরুষদের কোরাস দলপতি : হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমাদের পুরুষদেরও একই অবস্থা। কুস্তিক্ষেত্রে তারা যেন সবাই মল্লবীর, তলপেটের উপর এক টুকরো কাপড়ও সইতে পারছে না। খেলোয়াড়ের রোগ এটা, উপযুক্ত ব্যায়াম ছাড়া অন্য কোন ওষুধ নেই।

(ম্যাজিস্ট্রেটের প্রত্যাবর্তন। সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যগ্র হবার সপক্ষে তারও সঙ্গত কারণ আছে)

ম্যাজিস্ট্রেট : আমাকে কেউ বলতে পারেন কি লিসিসট্র্যাটা কোথায়? আমাদের এ অবস্থা দেখে নিশ্চয়ই তার মনে কিছু করুণার উদ্রেক হবে?

বৃদ্ধ পুরুষদের কোরাস দলপতি : (অঙ্গুলি নির্দেশ করে) দেখো, ওরও সেই একই রোগ। (ম্যাজিস্ট্রেটকে উদ্দেশ্য করে) আচ্ছা, আপনি কি সকালের দিকে একটা প্রচণ্ড স্নায়বিক উত্তেজনা অনুভব করেন না?

ম্যাজিস্ট্রেট : সাংঘাতিক, সাংঘাতিক যন্ত্রণা সেটা। যদি খুব শিগগীরই শান্তি প্রতিষ্ঠা করা না যায় তবে ক্লিসথেনিসের সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়া ছাড়া আর আমাদের গত্যন্তর থাকবে না।

বৃদ্ধ পুরুষদের কোরাস দলপতি : সবাই আমার কথা শোনো। যতটুকু ভালোভাবে সম্ভব তোমাদের কাপড় ঠিক করে নাও। যারা হার্মিস অঙ্গচ্ছেদ করেছিল তাদের কারো নজর পড়ে যেতে পারে তোমাদের উপর।

ম্যাজিস্ট্রেট : জিউসের দিব্যি, তুমি ঠিক বলেছো। (নিজের অবস্থা গোপন করতে তিনি তৎপর হন, যদিও সাফল্য অর্জন করেন শুধু আংশিকভাবে)

ল্যাকোনীয় প্রতিনিধি : একেবারে খাঁটি কথা। আমিও আমার টিউনিক পরে নিচ্ছি।

ম্যাজিস্ট্রেট : ঈস, কী সাংঘাতিক অবস্থায় যে পড়েছি আমরা! হে আমার ল্যাকোনীয় সমদুর্দশাক্রান্ত বন্ধুগণ, স্বাগতম।

ল্যাকোনীয় প্রতিনিধিঃ (স্বদেশবাসী একজনকে লক্ষ্য করে) সত্যি, একটু আগে আমাদের একেবারে চূড়ান্ত খাড়া অবস্থায় যদি ওরা দেখতো তাহলে কী সাংঘাতিক কাণ্ড হত!

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ বলুন, ল্যাকোনীয় বন্ধুগণ, কি হেতু আপনাদের এখানে আগমন?

ল্যাকোনীয় প্রতিনিধি ঃ আমরা এখানে এসেছি শান্তি চুক্তি সংক্রান্ত কথা বলতে।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ অতি উত্তম। আমাদের অভিলাষও তাই। তাহলে লিসিসট্র্যাটাকে আহ্বান করা যাক। সেই একমাত্র ব্যক্তি যে আমাদের বিরোধ মীমাংসা করতে সক্ষম।

ল্যাকোনীয় প্রতিনিধি ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই করুন। ডাকুন তাঁকে।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ তার আর প্রয়োজন নেই। তিনি আপনাদের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছেন। ওই যে আসছেন তিনি।

(এ্যাক্রোপোলিস থেকে লিসিসট্র্যাটা বেরিয়ে আসে।)

বৃদ্ধ পুরুষদের কোরাস দলপতি ঃ হে রমণীকুলের সর্বাপেক্ষা সাহসী প্রতিনিধি, তুমি আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ কর। এখন সময় এসেছে তোমার নিজেকে একই সঙ্গে অটল এবং নমনীয়, কঠোর এবং কোমল, উদ্ধত এবং বিনম্র প্রতিপন্ন করবার। তোমার সকল কৌশল ও নৈপুণ্য জাগ্রত কর। দেখ, সমগ্র গ্রীসের সব চাইতে অগ্রণী ব্যক্তিবর্গ তোমার চিত্তহরণকারী আকর্ষণে বিমুগ্ধ হয়ে তাদের সকল বিবাদ বিসম্বাদ মিটিয়ে দেবার দায়িত্ব তোমার উপর অর্পণ করতে সম্মত হয়েছেন।

লিসিসট্র্যাটা ঃ নিজেদের মধ্যে তারা যদি সমকামী পুরুষালি প্রেমে লিপ্ত না হন তাহলে কাজটা সহজেই সম্পন্ন করা যাবে। আর ওরকম যদি করেন তবে সঙ্গে সঙ্গে আমি তা বুঝতে পারবো। ...আচ্ছা, কোমল প্রশান্ত শান্তির দেবী কোথায়? (মেশিনের সাহায্যে শান্তির দেবী মঞ্চে অবতীর্ণ হন, একটি সুন্দরী নগ্ন রমণীর রূপে।) যাও, ল্যাকোনীয় প্রতিনিধিবর্গকে এখানে নিয়ে এসো। কিন্তু সাবধান, কোন রকম হিংস্রতা বা রূঢ়তা দেখাবে না। আমাদের স্বামীরা সবসময় এমন চাষাড়ে ব্যবহার করে থাকে। হাসিতে অভিষিক্ত করে ওদের এখানে নিয়ে এসো, রমণীর পক্ষে ঠিক যা করা সঙ্গত ও উচিত। যদি কেউ তোমাকে তার হাত ধরতে দিতে অসম্মত হয় তবে তার হাতিয়ার পাকড়ে ধরবে। এথেনীয়দেরও

নিয়ে এসো। যেভাবে তোমাদের ইচ্ছা সেভাবে তাদের আনতে পারো। আসুন ল্যাকোনীয়গণ। আর এথেনীয়গণ, আসুন, আমার অন্য পার্শ্বে আসুন। এবার সবাই মন দিয়ে শুনুন। আমি একজন সামান্য রমণী মাত্র, কিন্তু আমার সত্যিকার সাধারণ জ্ঞান বা বুদ্ধি আছে। প্রকৃতি আমার মধ্যে ভালোমন্দ বিচারের একটা সহজাত ক্ষমতা প্রদান করেছিল। আমার পিতার বিজ্ঞ উপদেশ ও শিক্ষা এবং নগরীর প্রবীণদের সহায়তায় আমি সেই ক্ষমতা আরো বিকশিত এবং পরিণত করেছি। সর্বপ্রথম আমি আপনাদের একটি বিষয়ের জন্য তিরস্কার করবো, যা উভয় দলের প্রতিই সমানভাবে প্রযোজ্য। আপনারা উভয়েই অলিম্পিয়ায়, থার্মো-পাইলিতে এবং ডেলফিতে এবং নাম করে শেষ করা যাবে না এই রকম অসংখ্য স্থানে, একই পূজাবেদীতে একই পূজা-অর্চনা ও উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন, অথচ আপনারাই আবার পরস্পরকে সংহার করছেন, নির্বিচারে গ্রীসের শহর ও নগরকে ধ্বংস করছেন, এবং এমন এক সময় যখন বর্বর বিদেশী শত্রু সেনাদল আপনাদের আক্রমণ করতে প্রায় আপনাদের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। এই হচ্ছে আমার প্রথম বক্তব্য।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ (দেবীকে দুচোখ দিয়ে গিলছেন যেন) উঃ ভগবান, আর তো থাকতে পারছিনা।

লিসিসট্র্যাটা ঃ এবার ল্যাকোনীয়গণ, আমি বক্তব্য রাখছি আপনাদের উদ্দেশ্যে। আপনাদেরই স্বদেশবাসী, পেরিক্লিডাস, কিভাবে আমাদের পূজাবেদীর সামনে প্রার্থী হয়ে এসে উপবেশন করেছিলেন সেকথা কি আপনারা ভুলে গেছেন? উজ্জ্বল রক্তিম পোষাকেও তাকে কি রকম মলিন ও পাংশু দেখাচ্ছিলো! তিনি এসেছিলেন আমাদের কাছে একটি সেনাদলের সাহায্য প্রার্থনা করতে। সেসময় মেসিনিয়ার আক্রমণে আপনারা বিপর্যস্ত, আর সমুদ্র দেবতা সমগ্র ধরণীকে প্রায় কাঁপিয়ে তুলেছেন। তখন চার সহস্র বর্শাধারী সৈন্যদলের নেতৃত্ব দান করে সাইমন এগিয়ে গিয়েছিলেন আপ-নাদের সাহায্যে এবং ওই ভাবেই সেদিন রক্ষা করেছিলেন ল্যাসিডিমনকে। ওই রকম উপকার করার পর আজ আপনারা তাদের শহর বন্দরকে এভাবে ধ্বংস করছেন?

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ অন্যায়, ওদের খুব অন্যায়, লিসিসট্র্যাটা।

ল্যাকেনীয় প্রতিনিধি ঃ অন্যায়, খুব অন্যায় আমাদের। (দেবীর প্রতি দৃষ্টি-পাত করে) ওহো, কী অপরূপ নিতম্ব শান্তির!

লিসিসট্র্যাটা ঃ এবার এথেনীয়দের উদ্দেশ্যে বলছি। যে সময় আপনাদের গাত্রে ছিল ক্রীতদাসের পরিচ্ছদ, সে সময় উদ্যত বর্শা হাতে ল্যাকোনীয়রা কিভাবে এগিয়ে এসেছিল, হত্যা করেছিল থেসালীয়দের এবং স্বৈরাচারী থিপিয়াসের দোসরদের, তার কোন স্মৃতিই কি আপনাদের মনে অবশিষ্ট নেই? সেই চরম দুর্দিনে একমাত্র ওরাই আপনাদের পক্ষে লড়েছিল। এবং তাদের জন্যই আমাদের জাতি ক্রীতদাসের হ্রস্ব পোষাকের পরিবর্তে মুক্ত স্বাধীন নাগরিকের দীর্ঘ পরিচ্ছদ পরিধান করতে সক্ষম হয়েছিল।

ল্যাকোনীয় প্রতিনিধি : (লিসিসট্র্যাটার দিকে তাকিয়ে) এরকম মহিয়সী নারী আমি আর ইতিপূর্বে কখনো দেখিনি।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ (শান্তির দিকে তাকিয়ে) এর চাইতে সুন্দর দেহধারিণী কোন নারীকে আমি আর ইতিপূর্বে দেখিনি।

লিসিসট্র্যাটা ঃ এই রকম পারস্পরিক সৌহার্দসূত্রে আবদ্ধ থেকেও কিভাবে আপনারা যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে পারেন? বন্ধ করুন এই ঘৃণ্য বিবাদ, মিটিয়ে ফেলুন সব বিসম্বাদ। বাধাটা কোথায়?

ল্যাকোনীয় প্রতিনিধি ঃ আমরা রাজী আছি, ওরা যদি আমাদের প্রতিরক্ষার উচ্চ ভূমিটুকু ফিরিয়ে দেয়।

লিসিসট্র্যাটা ঃ কোন প্রতিরক্ষার উচ্চভূমির কথা বলছেন?

ল্যাকোনীয় প্রতিনিধি ঃ পাইলস। এতকাল ধরে যার কথা আমরা বলে আসছি।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ সমুদ্রদেবতার দোহাই, ওটা আপনারা কক্ষনো পাবেন না।

লিসিসট্র্যাটা ঃ বন্ধুগণ, মেনে নিন, মেনে নিন।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ না, না, তা হয় না।

লিসিসট্র্যাটা ঃ ওর পরিবর্তে অন্য কোন জায়গা চেয়ে নিন।

ম্যাজিস্ট্রেট : হ্যাঁ, সে একটা কথা বটে। ঠিক আছে। একিনাস, মালিয়াক উপসাগরীয় সংলগ্ন এলাকা, আর মেগারার একটা অংশ আমাদের দিয়ে দিন।

ল্যাকোনীয় প্রতিনিধি ঃ অসম্ভব। এত কিছু কোন মতেই দেয়া সম্ভব নয়।

লিসিসট্র্যাটা ঃ আসুন, আসুন, একটা সমঝোতায় পৌঁছান। একটু কমবেশীর জন্য কখনো অসুবিধার সৃষ্টি করবেন না।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ (শান্তির উপর চোখ রেখে) তো আমি তো কাপড়জামা খুলে এখুনি কাজে লেগে যেতে প্রস্তুত। (চাদর নামিয়ে রাখে গা থেকে)

ল্যাকেনীয় প্রতিনিধি : (ভেবে দেখে) ঠিক আছে। তাহলে সার দেয়া থেকেই শুরু করা যাক।

লিসিসট্র্যাটা ঃ সেইটেই আপনারা করবেন, শান্তি চুক্তি একবার সই হয়ে গেলেই। আর সত্যিই যদি তাই আপনাদের ইচ্ছা হয়, তবে যান, আপনাদের মিত্রদের সঙ্গে বিষয়টা সম্পর্কে শলা-পরামর্শ করে আসুন।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ কোন মিত্র? কাদের সংগে পরামর্শ করবো আমরা? আমাদের সবার অবস্থাই আমরা ভালো করে জানি। সঙ্গমে মিলিত হবার জন্য কামোন্মত্ত নয় এমন কেউ আমাদের মধ্যে নেই। আমরা এখন শুধু আমাদের পত্নীদের নিয়ে শয্যাগ্রহণ করতে চাই। কোন মিত্র আছেন যিনি আমাদের পরিকল্পনা সমর্থন করবেন না?

ল্যাকোনীয় প্রতিনিধি ঃ আমাদেরও অতি অবশ্য ওই একই মত।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ দেবতাদের দিব্যি, সবার আগে ক্যারিস্টীয়গণ।

লিসিসট্র্যাটা ঃ চমৎকার বলেছেন আপনারা। এবার যান, এ্যাক্রোপোলিসে প্রবেশ করবার পূর্বে নিজেদের পূতপবিত্র করে নিন। ওখানে মেয়েরা আপনাদের নৈশাহারে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। আপনাদের সম্মানে আমাদের ভোজ্যপাত্রসমূহ আমরা আপনাদের সামনে উজাড় করে ঢেলে দেবো। খাবার টেবিলে আপনারা আপনাদের প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি বিনিময় করবেন, তারপর যে যার স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ী চলে যাবেন।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ বাঃ, তাহলে সবাই শিগগীর করুন।

ল্যাকোনীয় প্রতিনিধি ঃ চলুন, চলুন, আমি আছি আপনার সংগে।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ ত্বরা করুন, ত্বরা করুন। (ওরা লিসিসট্র্যাটাকে অনুসরণ করে এ্যাক্রোপোলিসের মধ্যে প্রবেশ করে)

মহিলা কোরাস দল ঃ (গানের সুরে) নক্সা করা কাপড় চোপড়, চমৎকার টিউনিক, ঢেউ খেলানো গাউন আর স্বর্ণালঙ্কার আমার যা কিছু আছে সব আমি তোমাকে উপহার দিচ্ছি সর্বান্তঃকরণে। এইসব তুমি তুলে নাও তোমার সন্তানদের জন্য তোমার কন্যাদের জন্য। আমি সব্বাইকে প্রবেশ করবার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি! আসুন, আপনার যা খুশী তাই

বেছে নিন। এমন কোন তোরঙ্গ নেই যার সীল আপনারা সহজেই খুলতে পারবেন না। তোরঙ্গ খুলে সব কিছু নিয়ে যান। সর্বত্র খুঁজে দেখুন---আপনার চোখ যদি আমার চেয়ে তীক্ষ্ণতর না হয় তবে একটা কানাকড়িও কোথাও দেখতে পাবেন না। আর কারো যদি তার ক্রীতদাসদের, তার ছেলে মেয়েদের, তার পরিবারের বিপুল সদস্যদের আহার যোগাবার ক্ষেত্রে শস্যের ঘাটতি পড়ে থাকে, তাহলে কি হয়েছে? আমার বাড়ীতে এখনো দু'চার দানা গম ধরা আছে। সে এসে নিয়ে যাক তার যা দরকার। অধিকন্তু পাবে বারো পাউণ্ডের বিরাট এক রুটি। অতএব, আমার অভাবী প্রতিবেশীর দল, চলে আসুন আপনাদের বস্তা আর থলে নিয়ে। আমার ভৃত্য, মানেস, আপনাদের প্রয়োজনীয় শস্য দিয়ে দেবে। তবে একটা বিষয়ে সাবধান করে দিতে চাই। আমার বাড়ীর দরজার কাছে পিঠে আসবেন না যেন, কারণ কুকুর হইতে সাবধান !!

(আরেকজন ম্যাজিস্ট্রেট প্রবেশ করেন এবং দরজায় আঘাত করতে শুরু করেন।)

দ্বিতীয় ম্যাজিস্ট্রেট ঃ কই, কে কোথায় আছো, দুয়ার খোলো। (মেয়েদের দিকে তাকিয়ে) তোমরা নিজেদের কাজে যাও। (মেয়েদের দরজার সামনে বসে পড়তে দেখে) আরে, ওরা যে এখানেই বসে পড়ছে। তাহলে তো ওদের তাড়াবার জন্য আমার মশাল দিয়ে ওদের গায়ে ছ্যাঁকা দিতে হয়। কী বেয়াদবি! না, না, এ সহ্য করা চলে না। ঠিক আছে, যদি অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে তবে তোমাদের খুশী করার জন্য ওটুকু কষ্ট আমাদের করতেই হবে।

একজন এথেনীয় ঃ এবং আমি আপনার সঙ্গে সে কষ্ট ভাগ করে নেবো। (হস্তধৃত মশাল উত্তোলন করেন তিনি। মহিলা কোরাস দলের প্রস্থান। একটু পরেই বৃদ্ধ পুরুষদের কোরাস দলের প্রবেশ)

দ্বিতীয় ম্যাজিস্ট্রেট ঃ না, না, তোমরা এখান থেকে সরে পড়ো, নইলে আমি তোমাদের চুল ছিঁড়ে ফেলবো। চলে যাও। আর ল্যাকোনীয় প্রতিনিধিদের বিরক্ত কোরো না। ওই যে, ওরা খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন।

এথেনীয় ঃ আমি এই রকম আনন্দমুখর প্রীতি ভোজের জলসা এর আগে কখনো দেখিনি। ল্যাকোনীয়দের ব্যবহার এমন মধুর! পেটে সুরা পড়লে পর আমরা সবাই ব্যতিক্রমহীনভাবে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বনে যাই।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ এতো স্বাভাবিক। মত্ত না থাকলেই আমরা সকলে বেকুবের মতো কাজ করি। আমার স্বদেশবাসী ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রতিনিধিদের সর্বদাই মাতাল থাকা উচিত। ধরো, আমরা স্পার্টা গেলাম, শহরে ঢুকলাম সুরাবর্জিত ঠাণ্ডা মাথায়। আর, ব্যস, দেখতে দেখতে ঝগড়া বাধিয়ে বসলাম। ওরা আমাদের লক্ষ্য করে কি বলে তা আমরা বুঝি না। ওরা উচ্চারণও করে না এমন দশটা কথা আমরা নিজেরা নাহক কল্পনা করে নিই এবং সব উলট পালট করে দেশে আজেবাজে এক রিপোর্ট পাঠিয়ে দিই। কিন্তু আজকের ব্যাপার দেখ, সম্পূর্ণ ভিন্ন। যা কিছু ঘটছে তাতেই আমরা মুগ্ধ। ক্লিটাগোরার পরিবর্তে তারা হয়তো আমাদের পরিবেশেন করল টেলামন সঙ্গীত, তবু দেখবে আমরা সমানে হাততালি দিয়ে যাবো। তাছাড়া হয়তো দু'একটা মিথ্যা কথা কিম্বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গও হল, কিন্তু তাতে কি এসে যায়? বোতলের বন্ধুদের কাছে এসবের গুরুত্ব কতটুকু? (কোরাস দল দু'টি ফিরে আসে) আরে, ওরা যে আবার ফিরে এলো? এই হতচ্ছাড়া বাউণ্ডুলের দল, তোমরা গেলে এখান থেকে? (কোরাস দলের পুনর্বার প্রস্থান)

এথেনীয় ঃ এই যে, ওরা সবাই বেরিয়ে এসেছেন। (দুটি কোরাস দল, একটি ল্যাকোনীয় এবং একটি এথেনীয়, বাঁশির সুরের তালে তালে নাচতে নাচতে প্রবেশ করে। তাদের পেছন পেছন লিসিসট্র্যাটার নেতৃত্বে প্রবেশ করে মেয়েরা)

একজন ল্যাকোনীয় ঃ আসুন, প্রিয় বন্ধু, আপনার বাঁশি তুলে নিন হাতে। এথেনীয়দের সম্মানে, আমাদের নিজেদের সম্মানার্থে, আমি আজ ভীষণ সুন্দর করে নাচবো আর গাইবো।

এথেনীয় ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাঃ কী চমৎকার ওর নাচ দেখতে!

ল্যাকোনীয় ঃ (নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে) ওহ, মনিমোসিনে। অনুপ্রাণিত কর সবাইকে, অনুপ্রাণিত কর আমার বাগদেবীকে, যিনি আমাদের এবং এথেনীয়দের উভয়ের কীর্তিকাহিনীর কথা জানেন। আর্টেমিসিয়ামে কী অসীম বীরত্বের সঙ্গে ওরা মিডিসের রণতরীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো! আর লিওনিডাসের সৈন্যরা, তারাও কি রকম হিংস্র বরাহের মতো শান দিয়েছিলো তাদের দাঁতগুলিতে! দরদর করে তাদের মুখ বেয়ে স্বেদ বিন্দু ঝড়ে পড়ে তাদের দেহ ভিজিয়ে দিয়েছিল, কারণ পারসিক শত্রুদল ছিলো সংখ্যায় অগুণতি, সমুদ্রতীরের বালুকণার মতোই অসংখ্য।

আর্টেমিস, মৃগয়ার সম্রাজ্ঞী, যার তীর অরণ্যের প্রাণীদের বিদ্ধ করে, হে কুমারী দেবী, আমরা এখানে যে শান্তি চুক্তি সম্পন্ন করলাম আপনি তার উপর আপনার অনুগ্রহ বর্ষণ করুন। আপনার মাধ্যমে আমাদের হৃদয় যেন দীর্ঘকাল মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। এই চুক্তি যেন আমাদের প্রীতিসিক্ত বন্ধুত্বকে সুদৃঢ় ও চিরস্থায়ী করে। আর কোন ছলাকলা, কূটকৌশল বা ফন্দিবাজী নয়। আপনি আমাদের সাহায্য করুন, হে কুমারী মৃগয়ার রাণী, আমাদের দয়া করুন, আমাদের সহায় হোন।

ম্যাজিস্ট্রেট : চমৎকার! সব মিটে গেল সুন্দরভাবে। এবার ল্যাকোনীয় বন্ধুগণ, আপনাদের পত্নীদের নিয়ে ঘরে ফিরে যান। আর এথেনীয় ভ্রাতৃবর্গ, আপনারাও ফিরে যান নিজ নিজ গৃহে। কামনা করি স্বামীরা স্ত্রীদের নিয়ে আর স্ত্রীরা স্বামীদের নিয়ে সুখে থাকুন। নাচো, নাচো, স্ফূর্তি করো এই আনন্দের মুহূর্তে। ভবিষ্যতে কোনদিন অমরা যেন এরকম ভুল আর না করি।

এথেনীয়দের কোরাস : (গানের সুর) এসো নর্তক-নর্তকীর দল, আর তোমাদের সঙ্গে যোগ দিক স্বর্গের দেবদেবীরা! সবাইকে সাদর আহবান জানাচ্ছি আমরা, আর্টেমিস আর তার স্বর্গীয় ভ্রাতা সহৃদয় এ্যাপোলো, নৃত্যকলার পৃষ্ঠপোষককে, আর ডায়োনিসাসকে, মীনাড কুমারী কন্যা-কুল পরিবৃত অবস্থায় আবির্ভূত হবার মুহূর্তে যার চোখ দিয়ে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, এবং জিউসকে, যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন চোখ ঝলসানো বিজুলির তীর, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তার মহিয়সী জীবনসঙ্গিনী স্বর্গের সম্রাজ্ঞীকেও। আসুন আপনারা, মহাকালের অধিবাসী অন্যান্য দেব দেবীগণ, আপনারাও সবাই আসুন। আফ্রোদিতির সহৃদয় মোহিনী ছত্রছায়ায় আমরা যে মহান শান্তি প্রতিষ্ঠিত করেছি তা অবলোকন করুন। নাচো, গাও, লাফাও, স্ফূর্তি কর। কোন বিরাট উৎসবের সময় যেমন করে থাকি তেমনি আচরণ করো তোমরা সবাই। হৈ, হৈ, হুররা, হো!!

ম্যাজিস্ট্রেট : এবং আপনারা, সম্মানিত ল্যাকোনীয় অতিথিবর্গ, আপনারা আমাদের একটা নতুন ও প্রেরণাদায়ক সঙ্গীত উপহার দিন।

ল্যাকোনীয় : (গানের সুরে) হে ল্যাসিডিমনের বাগদেবী, আরেকবার, আরেকবার নেমে আসুন টেগেটাসের মহান উচ্চতা থেকে। আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে গান ধরুন এ্যাপোলো, এথেনী এবং টিনডারাসের বীর যুগল পুত্রদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায়। ত্বরা করে ছুটে আসুন এখানে।

আমরা গাইবো স্পার্টার গান যে স্পার্টার সমবেত স্বর্গীয় সঙ্গীত ও অপরূপ নৃত্যকলা সবাইকে বিমোহিত করে, যেখানে আমাদের কুমারীকন্যারা নদীতীরে চঞ্চল ঘোটকীর মতো দ্রুত চরণে বাতাসে তাদের দীর্ঘ কেশ এলিয়ে দিয়ে ছুটে বেড়ায়, আর সুরার দেবতার উদ্দাম লাস্যলীলা দেখে ব্যাকাসের সঙ্গীসাথীরা বাঁধনহারা' আবেগে বাজিয়ে চলে তাদের বাদ্যযন্ত্র। এবং প্রথম সারিতে একেবারে সবার আগে, হে অপরূপ সুন্দরী নিষ্পাপ দেবী, লিও-তনয়া আর্টেমিস, আপনি পরিচালনা করুন এই নৃত্যগীতোৎসব। আপনার ঢেউখেলানো কেশরাশি মোহনভঙ্গীতে বেঁধে নিয়ে আপনি আবির্ভূত হন, লাফিয়ে উঠুন চঞ্চলা হরিণীর মতো, আপনার স্বর্গীয় দু'টি হাতের করতালি দ্বারা প্রাণবন্ত করে তুলুন এই নাচের আসর। এবং আমাদের সাহায্য করুন সংগ্রামের মহিয়সী দেবী এথেনীকে যথোপযুক্ত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে।

(নাচতে নাচতে, গাইতে গাইতে, সবার প্রস্থান)

যবনিকা